সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৩১-৩২
১৮ মে ২০২৬, সোমবার

ত্যাগ, আনুগত্য ও ঈমানের চিরন্তন প্রতীক

ঐতিহাসিক মীনা প্রান্তর

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক** সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

৩১-৩২ সংখ্যা
১৮ মে-২০২৬ ঈসায়ী
০৪ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
৩০ যিলক্বদ-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

মণির খনি: ০২
সম্পাদকীয়: ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ ও শক্তির উদ্বোধন ০৩
দারসুল কুরআন– তাক্বওয়া ও অহমিকা: কুরবানীর মর্মকথা!
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
দারসুল হাদীস: কুরবানীদাতা চুল ও নখ কাটবে না
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
প্রধান রচনা: যিলহাজ্জ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত
আবু মাহদী মামুনুর রশীদ বিন আব্দুল্লাহ- ১০
ইসলামী প্রবন্ধ: ত্যাগের মহিমায় ধন্য ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম)
ডা. সুলতান আহমদ- ১৫
আরাফার দিনে রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত
মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)- ১৮
ইব্রা-হীমী চেতনা
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ২০
প্রবন্ধ: কাফিরদের হত্যা করাই কি মহান আল্লাহর পথে জিহাদ?
মূল: শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল বদর
অনুবাদ: মাহফুজ সাত্তার- ২৩
সাময়িক প্রসঙ্গ: ঈদ উৎসব
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৫
আলোকিত জীবন: ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) : জীবন ও কর্ম
ড. আহমাদুল্লাহ- ২৬
ক্বাসাসুল কুরআন: আদম (আলায়হিস সালাম)-এর যুগে কুরবানী
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ৩০
নিভৃত ভাবনা: কুরবানী একটি 'ইবাদত জান্নাতুল মহল- ৩২
জমঈয়ত সংবাদ ৩৬
শুব্বান সংবাদ ৩৬
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৯
প্রচ্ছদ পরিচিতি– ত্যাগ, আনুগত্য ও ঈমানের চিরন্তন প্রতীক ঐতিহাসিক মীনা প্রান্তর
আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৮

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

মণির খনি / منجم جواهر

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ ... ○ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۭ ...﴾

"আর উটকে আমি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম করেছি; তোমাদের জন্য তাতে অনেক মঙ্গল রয়েছে। কাজেই এক পা বাঁধা ও বাকী তিনপায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের ওপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। তারপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে; এভাবে আমি সেগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর গোশ্ত এবং রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্বওয়া। এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন; কাজেই আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে।" *(সূরা আল-হাজ্জ: ৩৬-৩৭)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও 'আমলের প্রতি। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬৪)*

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা (কুরবানীর জন্য) শুধু 'মুসিন্নাহ' (পূর্ণবয়স্ক পশু) জবাই করো। তবে যদি তোমাদের জন্য তা কষ্টকর হয়, তাহলে ভেড়ার 'জাযাআ' (কম বয়সী কিন্তু নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছানো) জবাই করতে পারো।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৬৩)*

قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوْزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ.

বারা' ইবনু 'আজিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, "চার ধরনের পশু কুরবানীর জন্য বৈধ নয়- ১. স্পষ্ট একচোখা, ২. স্পষ্ট অসুস্থ, ৩. স্পষ্ট খোঁড়া, ৪. এমন দুর্বল (ক্ষীণ) যা হাড়ে মজ্জা নেই।" *(আবূ দাউদ- হা. ২৮০২; আত্ তিরমিযী- ১৪৯৭)*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।"
(সূরা আল-আন'আম: ১৬২)

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ ... قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"আর আপনি তাদেরকে আদমের দু'ছেলের কাহিনী যথাযথভাবে শুনান। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল অতঃপর একজন থেকে কবুল করা হলো এবং অন্যজনের কবুল করা হলো না। সে (যার কুরবানী কবুল হলো না) বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। অন্যজন বলল, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কবুল করেন।"
(সূরা আল-মায়িদাহ: ২৭)

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۭ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۡ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○ ... وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ﴾

"অতঃপর তিনি যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইবরাহীম বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বলো? তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করলেন, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! আপনি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলেন! –এভাবেই আমি মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক বড় যবেহ এর বিনিময়ে।" *(সূরা আস্-সা-ফ্ফা-ত: ১০২-১০৭)*

﴿وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰي مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۭ ... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ﴾

"আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য মানাসাক এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেসবের ওপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, কাজেই তারই কাছে আত্মসমর্পণ করো এবং সুসংবাদ দিও বিনীতদেরকে।" *(সূরা আল-হাজ্জ: ৩৪)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ ও শক্তির উদ্বোধন

কুরবানী: মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম এবং মহান আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের এক মহিমান্বিত অনুশীলন। 'কুরবানী' শব্দের শাব্দিক অর্থই নৈকট্য লাভ; পারিভাষিক অর্থে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের আশায় ত্যাগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। আর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এটি এমন এক 'ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের সর্বাধিক প্রিয়তম বিষয়গুলোও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়।

তাই কুরবানী কোনোভাবেই নিছক পশু যবহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এক নৈতিক বিপ্লব, অন্তর্গত জাগরণ, যেখানে মানুষের অভ্যন্তরীণ অহংকার, লোভ, স্বার্থপরতা ও ভোগবিলাসের প্রবণতাকে কুরবানী করতে হয়। পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনের সেই ঐতিহাসিক পরীক্ষা! যেখানে তিনি, মহান প্রভুর নির্দেশে প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার জন্য দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শন করেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে ত্যাগের সর্বোচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়, প্রকৃত ঈমান কেবল মুখের উচ্চারণ নয়; বরং তা পরীক্ষা হয় বাস্তব জীবনের কঠিনতম সিদ্ধান্তে। কুরবানীর প্রকৃত চেতনা হলো আত্মনিবেদন ও আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে এক ধরনের নৈতিক শক্তির উন্মোচন, যা মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে এবং সত্যের পথে অবিচল থাকতে সাহস জোগায়। এই অর্থে কুরবানী এক ধরনের সত্যাগ্রহ, নিজস্ব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি নির্ভীক অঙ্গীকার।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের সমকালীন বাস্তবতায় এই মহৎ আদর্শ অনেকাংশেই আড়ালে পড়ে গেছে। আজ ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির পথ না হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। ত্যাগের পরিবর্তে ভোগবাদ, সংযমের পরিবর্তে প্রদর্শনেচ্ছা এবং একান্ত 'ইবাদতের পরিবর্তে বাহ্যিকতার প্রতিযোগিতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। 'ইবাদত যেখানে হওয়ার কথা ছিল নিভৃতে, একান্তে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, সেখানে তা অনেক সময় হয়ে উঠছে সামাজিক স্বীকৃতি, প্রশংসা প্রাপ্তি এবং স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম।

আজকের বাস্তবতায় এই লৌকিকতা এক ধরনের মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার বদলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা বাড়ছে- আমিই করবো, আমিই নেতৃত্ব দেবো; মৌলিক নেতৃত্বের প্রতি অনুগত হওয়া বা জবাবদিহিতা থেকে অনেকেই সরে আসতে চাইছেন। এই প্রবণতা সমাজে বিভক্তি তৈরি করছে এবং পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

অনেকাংশে ধর্মকে তারা ব্যক্তিস্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, দুনিয়াবি প্রতিপত্তি অর্জন ও প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার নিঃসন্দেহে নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। আরো উদ্বেগের বিষয় হলো, ভিন্নমত বা সমালোচনা দমিয়ে রাখতে ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহার- ফাতাওয়ার ভয় দেখিয়ে চিন্তার স্বাধীনতাকে সীমিত করার এই প্রবণতা সমাজে সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের ধর্মীয় জ্ঞানের ঘাটতি এবং আবেগপ্রবণতা এক জটিল বাস্তবতা তৈরি করেছে। এই শূন্যতার সুযোগে পীরপূজা, ব্যক্তিপূজা, শাইখপূজা কিংবা অন্ধ অনুসরণের সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করছে। অনেকেই প্রকৃত ইসলামী জ্ঞানের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, যা কখনো কখনো তাদের চরম পর্যায়ের আত্ম-উৎসর্গের দিকেও ঠেলে দিচ্ছে। অথচ এসব ইসলামী শিক্ষার মূল চেতনারই পরিপন্থী।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি সুসংহত, জ্ঞানভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা। মসজিদভিত্তিক দীন শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হতে পারে এ ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পদক্ষেপ। এমন উদ্যোগ মানুষের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক উপলব্ধি গড়ে তুলবে, যুক্তিবোধ ও আত্মসমালোচনার চর্চা বাড়াবে এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অপসংস্কৃতি ও ব্যবসায়িক প্রবণতা হ্রাস করবে।

ঈদুল আযহার এই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়- আমরা কি কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করছি, নাকি কেবল এর বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা পালনেই সীমাবদ্ধ রয়েছি? এখন সময় আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মূল চেতনায় ফিরে যাওয়ার। কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য তখনই বাস্তব রূপ পাবে, যখন আমরা নিজেদের ভেতরের স্বার্থপরতা, অহংকার ও অন্যায়ের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

আসুন, এই ঈদে আমরা কেবল পশু কুরবানীতে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের অন্তরের অন্ধকার দিকগুলোকে দূর করার অঙ্গীকার করি। তবেই কুরবানী হয়ে উঠবে সত্যিকারের শক্তির উৎস, নৈতিক জাগরণের পথ এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনন্য মাধ্যম।

🕮 درس القرآن / দারসুল কুরআনঃ

তাক্বওয়া ও অহমিকা: কুরবানীর মর্মকথা!

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"আর তুমি তাদের কাছে যথাযথভাবে আদমের দুই ছেলের বর্ণনা করো, যখন তারা দুই জনে কুরবানী পেশ করলো। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো আর অন্য জনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো না। সে (যার কুরবানী কবুল হলো না) বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে (যার কুরবানী কবুল হয়েছিল) হত্যা করবো। সে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তকীদের থেকে (কুরবানী) গ্রহণ করেন।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

وَ-আর/এবং اتْلُ-তুমি বর্ণনা করো عَلَيْهِمْ-তাদের কাছে نَبَاَ-সংবাদ ابْنَيْ اٰدَمَ-আদম সন্তানের بِالْحَقِّ-যথাযথভাবে/সঠিকভাবে اِذْ-যখন قَرَّبَا-তারা দু'জনে নিকটবর্তী করলো قُرْبَانًا-কুরবানী فَتُقُبِّلَ-অতঃপর কবুল করা হয়েছিল مِنْ-হতে/থেকে اَحَدِهِمَا-তাদের একজনের وَ-আর/এবং لَمْ يُتَقَبَّلْ-কবুল করা হয়নি مِنَ-হতে/থেকে الْاٰخَرِ-অন্যজন قَالَ-সে বলল لَاَقْتُلَنَّكَ-অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো قَالَ-সে বলল اِنَّمَا-নিশ্চয় যা يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ-আল্লাহ কবুল করেন مِنَ-হতে/থেকে الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাক্বী/আল্লাহভীরু।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দারসে বর্ণিত আয়াতটি সূরা আল-মায়েদার ২৭ নং আয়াত। সূরা আল-মায়িদাহ্ কুরআনুল কারীমের পাঁচ নম্বর সূরা। এই সূরার ১৫নং রুকূ'র ১১২নং আয়াতে উল্লেখিত مَائِدَةً শব্দটি থেকে এই সূরাটির নাম করণ করা হয়েছে। অধিকাংশ সূরার নামের মতো এই সূরার নামের সাথেও এর বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা করার জন্য একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ণনার ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায় এই সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ সূরাটি একই সংগে নাযিল হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ৬ হিজরির শেষের দিকে অথবা ৭ হিজরির প্রথম দিকে সূরাটি নাযিল হয়। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা এর সত্যতা প্রমাণ করে। এই সূরায় মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি-বিধানসহ হজ্জ সফরের রীতি-নীতি ও পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল-হারামের সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এই সূরায় আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদানসহ ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি ও সাক্ষ্য প্রদানের আরো কয়েকটি ধারা সহ কসম ভাঙার কাফ্ফারার বিষয়ে আলোচ্য সূরায় আলোচিত হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ﴾

"আদম (আলাইহিস সালাম) পুত্রদ্বয়ের ঘটনা তুমি তাদের কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করো।"

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই বর্ণনা থেকে বুঝায় যায় আদম পুত্রদ্বয়ের ঘটনা তৎকালীন সময়ে মানুষের কাছে বিকৃতভাবে প্রচার হয়েছিল। কুরআন কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয় যে, সে অতীতের কোনো ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করবে। তবে অতীতের কোনো বিকৃত

---

* *সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল-মায়িদাহ: ২৭।*

ঘটনার প্রকৃতরূপ কিংবা যে ঘটনার মাঝে যতটুকুতে মানুষের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে মানুষের প্রয়োজনে ততটুকু ঘটনা কুরআন বর্ণনা করেছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে সমাজে প্রচলিত ঘটনাটির বিকৃতরূপ: বাইবেলের জেনেসিসের চার নম্বর অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলে সে গর্ভবতী হয় এবং তারপর কেইন (কাবিলের) জন্ম হয়। কেইন ছিল কৃষক। তখন সে বলল, খোদা আমাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছে। তারপর কেইন (কাবিলের) ভাই এবেলে (হাবিলের) জন্ম হয়। আর এই এবেল (হাবিল) ভেড়া-বকরী চড়াত। কেইন তার ভাই এবেলকে মাঠে নিয়ে হত্যা করে। এরফলে সদাপ্রভূ তাকে বলে তুমি যেই জমিই চাষ করো না কেন তাতে ফসল ফলবে না। তুমি পলাতক হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেরাবে। তখন কেইন সদাপ্রভূর কাছে আরজ করলো– পৃথিবীতে যে আমাকে দেখবে সে আমাকে হত্যা করবে। তখন সদাপ্রভূ বলল, পৃথিবীতে যে তোমাকে হত্যা করবে তার ওপর সাতগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এরপর সদাপ্রভূ তার ওপর একটি চিহ্নের ব্যবস্থা করে দেন যাতে মানুষজন তাকে চিনতে না পারে। তারপর সে পৃথিবীতে ঘুরে বেরাতে লাগল। বাইবেলের এই বর্ণনাটি যথাযথ নয়। তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে– কাবিলকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সে এডেনের পূর্ব দিকে অবস্থিত নুদ অঞ্চলে বসবাস করে যাকে তারা 'কান্নীম' নামে চিনে। অন্য এক বর্ণনায় আসছে দামেশকের উত্তর সীমান্তে কাসিউন পাহাড়ের সন্নিকটে একটি বধ্যভূমি রয়েছে বলে কথিত আছে এই স্থানটিকে মাগারাতুদ দাম বলা হয়ে থাকে সেখানেই কাবিল তার ভাই হবিলকে খুন করেছিল বলে কথিত আছে।

ঘটনাটির প্রকৃতরূপ: যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। যার কুরবানী কবুল হলো না সে বলল– আমি তোমাকে হত্যা করবই। অন্য জন বলল– আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যার জন্য আমার প্রতি তুমি হাত বাড়ালেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াব না। আমি বিশ্বজাহানের প্রভূ মহান আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করে জাহান্নামী হও আর এটাই যালিমদের কর্মফল। তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখানোর জন্য মাটি খুঁড়তে লাগলো। সে বলল হায়! আমি কি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না যাতে আমি আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।[২]

বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাবীল ও কাবীলের ঘটনা: হাবীল ও কাবীলের মধ্যে সুশ্রী বোনকে বিয়ে করার জন্য যে দন্দ্ব হয় তারই যের ধরে তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হওয়ার যে ঘটনা প্রচলিত আছে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের কোথাও সে ঘটনার অস্তিত্ব নেই। সেই ঘটনাটি এসেছে ইয়াহুদীদের কিংবদন্তী "Legends of the Jews" Gi Volume 1:3 থেকে। ধারণা করা হয় ইহুদী পণ্ডিত কা'ব আল-আহবার (যে পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিল) তার থেকে ঘটনাটি নকল করা হয়েছে।

সুদ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-সহ কতিপয় সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদম (আলাইহিস সালাম) এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সংগে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানের বিয়ে দিতেন। হাবীল সে মতে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে চাইলে কাবীল তা অস্বীকার করে সে তার যমজ বোনকে বিয়ে করতে চাইল। কারণ তার যমজ বোনটি ছিল অত্যাধিক রূপসী। আদম (আলাইহিস সালাম) হাবীলের সাথে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে দিতে চাইলে কাবীল তা অগ্রাহ্য করলো। ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) তাদের দু'জনকে কুরবানী করতে আদেশ করলেন।[৩]

ইবনু কাসীর বলেন যে, আদম পুত্রদ্বয়ের কুরবানী বিশেষ কোনো কারণবশে ছিল না বা কোনো নারীঘটিত বিষয়ের মধ্যে জড়িত ছিল না। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল স্রেফ এই হিংসাবশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু কাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি।[৪]

---

[২] *সূরা আল মায়িদাহ:* ২৭-৩১।
[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- প্রথম খণ্ড, পৃ.* ২১৭।
[৪] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ﴾

"তারা (আদমের দুই পুত্র হাবীল ও কাবীল) যখন কুরবানী পেশ করল তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো অন্যজনের কুরবানী গৃহীত হলো না।"

কাবীল (আদম [আলাইহিস সালাম]-এর বড় সন্তান) ছিল একজন কৃষক সে কৃষি কাজ করত। কার্পণ্যের বশে সে তার উৎপাদিত নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের এক বোঝা শস্য কুরবানীর জন্য পেশ করলো। আর হাবীল ভেড়া-বকরী চড়াত। মহান আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় সে তার বক্‌রী পাল হতে মোটা-তাজা ও পছন্দনীয় একটি ভেড়া/বক্‌রী কুরবানী করলো।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত আগুন গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো।

আকাশ থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি গ্রাস করলো আর কাবীলের কুরবানীটি এমনিতেই পড়ে রইল। এতে বুঝা গেলো হাবীলের কুরবানী আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– হাবীলের কুরবানী দেওয়া এই পশুটিই পরবর্তীতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ইসমা'ঈলকে কুরবানীর বিনিময় হিসেবে জান্নাত থেকে পাঠানো হয়। আর ঐদিকে কাবীলের কুরবানী আগুন গ্রাস করেনি বলে বুঝা গেলো কবুল হয়নি। এতে কাবীল ক্ষুব্ধ হলো। তাই সে তার ভাই হাবীলকে লক্ষ্য করে বললো– ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ অর্থাৎ- "আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"সে বলল– নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বী বান্দাদের কুরবানী কবুল করেন।"

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, তাক্বওয়া অর্জন কুরবানী কবুলের পূর্ব শর্ত। কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মূলতঃ তাক্বওয়ার পরীক্ষাই নেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– আল্লাহর কসম! তাদের দুইজনের মধ্যে নিহত লোকটি-ই (অর্থাৎ- হাবীল) অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তারপরও সে তার ভাই কাবীলকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল– 'নিশ্চয় আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। তারপরও যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবুও আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা, আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।"[৬]

কুরবানীর বিধানঃ আলোচ্য আয়াতে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই পুত্রের কুরবানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের ৩৭ নং সূরা (সূরা আস্ সা-ফ্‌ফা-ত)-এর ১০২-১০৯ নং আয়াতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ২২ নং সূরা (সূরা আল-হাজ্জ)-এর ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾

অর্থাৎ- "আর প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি কুরবানী নির্ধারণ করেছি।"

তাছাড়া মৌলিকভাবে কুরবানীর বিধান রয়েছে– ২ নং সূরা আল বাক্বারাহ্'র ১৯৬ নং আয়াতে। রয়েছে– ৪৮ নং সূরা ফাতহ্'র ২৫ নং আয়াতে ও ৬ নং সূরা আল আন'আম-এর ১৬১-১৬৩ নং আয়াতে। রয়েছে– সূরা আল কাওসার-এর ২ নং আয়াতে। এই বর্ণনাগুলো থেকে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, কুরবানীর বিধান প্রত্যেক জাতির উপরেই অর্পিত হয়েছিল। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মাতের উপরেও এই বিধান দেওয়া হয়েছে। কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

কুরবানীর সংজ্ঞাঃ ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত قُرْبَانِيْ শব্দটি আরবী قرب মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে নৈকট্য। তাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য শরীয়তসম্মত পন্থায় আদায়কৃত বান্দার যে

[৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭।*

[৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ ২৭-২৮।*

কোনো 'আমলকে আভিধানিক দিক থেকে 'কুরবানী' বলা যেতে পারে। হোক সেটা যবেহকৃত বা অন্য কোনো দান-খয়রাত।[৭]

ইমাম আবূ বক্র জাস্সাস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মহান আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কৃত প্রত্যেক নেক 'আমলকে 'কুরবান' বলা হয়। তবে প্রচলিত অর্থে এই উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করাকে বলা হয় কুরবানী। কুরবানীর সমর্থক শব্দ 'উযহিয়া, 'নাহর'।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য: এই কুরবানীর যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক বছর কুরবানী দিতেন। রাসূল (ﷺ) ঈদের নামায আদায় করেন এবং এরপর কুরবানী করেন। ইবনুল আসীর লিখিত 'তারিখুল কামিল' গ্রন্থে দ্বিতীয় হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়– রাসূল (ﷺ) 'বানী কায়নুকা' যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে কুরবানীর সময় উপস্থিত হয়। তাই তিনি ঈদগাহের দিকে গমন করেন এবং মুসলমানদের নিয়ে ঈদুল আযহার নামায আদায় করেন। আর এটিই ছিল মাদানী যুগের প্রথম কুরবানীর ঈদ। অতঃপর তিনি দু'টি ছাগল, অন্য বর্ণনা মতে– একটি ছাগল কুরবানী করেন। আর এটিই ছিল তাঁর প্রথম কুরবানী। এরপর কোনো বছর তিনি কুরবানী থেকে বিরত থাকেননি। তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা জাতিকে কুরবানী করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেছেন। মদীনায় অবস্থানকালীন প্রত্যেক বছরই তিনি কুরবানী করেছেন।[৮]

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যায় করে স্বার্থ ত্যাগ করে এই কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর পর পরিবার ও দরিদ্রজনের মাঝে কুরবানীর পশুর গোশ্ত বণ্টন করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পাঠানো হয়। কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রকাশ ঘটে। কুরবানী দ্বীন ইসলামের নিদর্শন এবং প্রতীক। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন– কুরবানী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ এবং সমস্ত মুসলিম জাতির একটি 'আমল। সুতরাং কুরবানীর বিকল্প নেই। কেউ যদি কুরবানী না করে সমপরিমাণ সম্পদ সাদাক্বাহ্ করে তাতে তার কুরবানীর হক্ব আদায় হবে না। যদি তা বৈধ বা উত্তম হতো তাহলে নিশ্চয় তাঁরা তার ব্যতিক্রম করতেন না।[৯]

কুরবানী কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত: শুধু কুরবানীই নয়; বরং প্রত্যেকটি 'ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত প্রধানত দু'টি। যথা-

(১) ইখলাস: কারো মনোরঞ্জন বা প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য নয়, 'ইবাদতটি হবে স্রেফ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। মহান আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে তার সঙ্গে যাকে বলে তাক্বওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।"[১০]

(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে কুরবানী সংক্রান্ত শরীয়তের সকল নিয়ম-কানুন মেনে কুরবানী করতে হবে। তাহলেই কুরবানী কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

আমাদের শিক্ষা

(১) আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর সময়েও কুরবানীর প্রচলন ছিল যার কারণে কাবিল ও হাবিল কুরবানী করেছে।

(২) কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যার কাহিনীর মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্ররোচিত হওয়ার ও তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

(৩) মুত্তাক্বী ব্যক্তিগণ কখনো অন্যায়ের পাল্টা অন্যায় করেন না; বরং মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করেন। মহান আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে মহান আল্লাহর পরীক্ষা মনে করেন এবং এতে ধৈর্য ধারণ করেন।

(৪) আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বিনয়ী ও মার্জিত আচরণের অধিকারী হয়।

(৫) আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের কর্মগুলোই কবুল করেন।

---

[৭] *ইমাম রাগিব।*
[৮] *মুসনাদে আহমাদ; জামে আত্ তিরমিযী।*
[৯] *ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ্।*
[১০] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস:

কুরবানীদাতা চুল ও নখ কাটবে না

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ".

সরল বঙ্গানুবাদ

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে লোক যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ দেখেছে এবং কুরবানীর নিয়াত করেছে সে যেন নিজের চুল ও নখ (কুরবানী পূর্ব পর্যন্ত) না কাটে।[১১]

হাদীসের ব্যাখ্যা

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। সামর্থ্যবান নর-নারীর ওপর কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে সকল যুগে কুরবানী ছিল। তবে তা আদায়ের পন্থা এক ছিল না। শরীআতে মুহাম্মাদীর কুরবানী মিল্লাতে ইবরাহীমীর সুন্নত। সেখান থেকেই এসেছে এই কুরবানী। এটি শাআইরে ইসলাম তথা ইসলামের প্রতীকি বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর মাধ্যমে শাআইরে ইসলামের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এছাড়া গরীব-দুঃখী ও পাড়া-প্রতিবেশীর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শর্তহীন আনুগত্যের শিক্ষা রয়েছে কুরবানীতে। পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার জন্য ত্যাগ ও বিসর্জনের ছবকও আছে এতে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।"[১২]

অন্য আয়াতে এসেছে–

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ (অর্থাৎ- আমার সবকিছু) আল্লাহ রাববুল 'আলামীনের জন্য উৎসর্গিত।"[১৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِيْ أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ».

প্রসিদ্ধ সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: এমন কোনো দিন নেই যে দিনের সৎ 'আমলগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট (যুলহাজ্জ মাসের প্রথম) দশ দিনের সৎ 'আমলের চেয়ে অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি ঐ দিনের সৎ 'আমলের চেয়ে মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নয়? তিনি (ﷺ) বললেন: না মহান আল্লাহর পথে জিহাদও নয়, তবে ঐ ব্যক্তির জিহাদ হতে পারে অধিক প্রিয় যে ব্যক্তি জান-মালসহ জিহাদে বের হয়েছে অতঃপর সব কিছুই মহান আল্লাহর পথে উৎসর্গ হয়ে গেছে, কিছুই নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি।[১৪]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'ইবাদত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যারা এ গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত পালন করবে তাদের ব্যাপারে মূলত আলোচ্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

---

* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[১১] সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭৭; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২৩; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৭৯১; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৩৬২; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৫৮৯৭।

[১২] সূরা আল-কাওসার: ২।

[১৩] সূরা আল-আন'আম: ১৬২।

[১৪] আবূ দাউদ- হা. ২৪৩৮; আত্ তিরমিযী- হা. ৭৫৭; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭২৭; ইরউয়াউল গালীল- হা. ৯৫৩।

مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِيْ الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

যে লোক যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ দেখেছে এবং কুরবানীর নিয়াত করেছে সে যেন নিজের চুল ও নখ (কুরবানী পূর্ব পর্যন্ত) না কাটে।[১৫]

এ হুকুমের ক্ষেত্রে নর-নারীর মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই কোনো নারী বিবাহিত হন কিংবা অবিবাহিত হন, তিনি যদি কুরবানী করতে চান, তাহলে তার শরীরের চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবেন। হাদীসের ভাষায়– কেউ যদি জবাই করার জন্য কোনো পশু প্রস্তুত রাখেন এবং তিনি যিলহাজ্জ মাসে প্রবেশ করেন, তখন তিনি যেন তার চুল ও নখ না কাটেন, যতক্ষণ না তিনি কুরবানী সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজ হাতে জবাই করুন কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দিন, উভয়টাই সমান।

স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া সমগ্রে (১১/৩৯৭) এসেছে– যে ব্যক্তি কুরবানী করতে ইচ্ছুক তার জন্য বিধান হচ্ছে- তিনি যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে নিজের চুল, নখ ও চামড়ার কোনো অংশ কাটবেন না; যতক্ষণ না তিনি কুরবানী সম্পন্ন করেন। দলিল হচ্ছে একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন: "তোমরা যখন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখো এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার সংকল্প রাখে তখন সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে"। সুনান আবূ দাঊদ (হা. ২৭৯১) ও সহীহ মুসলিম (হা. ১৯৭৭)-এর ভাষ্য হচ্ছে- "কেউ যদি জবাই করার জন্য কোনো পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যিলহাজ্জ মাসে প্রবেশ করে তখন সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কুরবানী সম্পন্ন করে"। এক্ষেত্রে সে নিজ হাতে জবাই করুক কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দিক উভয়টাই সমান। আর যাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তাদের জন্য এসব বিধান নেই। যেহেতু এই মর্মে কোনো দলিল নেই।

পক্ষান্তরে কুরবানীকারীর পরিবার কি করবে এ ব্যাপারে শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

[১৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২৩, সহীহ।*

তাদের ওপর কোনো কিছু নেই। আলেমগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, তারা চুল কাটা ও নখ কাটার নিষেধাজ্ঞার আওতায় নেই। হুকুমটি কুরবানিকারীর জন্য খাস যিনি তার সম্পদ থেকে কুরবানির পশুটি ক্রয় করেছেন।[১৬]

শাইখ উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তারা এগুলো কাটলে কোনো গুনাহ নেই। দলিল হচ্ছে নিম্নরূপ:

১. হাদীসের বাহ্যিক মর্ম এটাই। সেটা হচ্ছে- হারাম হওয়াটা যিনি কুরবানী করবেন তার জন্য খাস। এর আলোকে হারাম হওয়া পরিবারের কর্তার জন্য খাস হবে। আর পরিবারের সদস্যদের জন্য হারাম হবে না। কেননা নবী (ﷺ) হুকুমটাকে কুরবানীকারীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এর (বিপরীত) মর্মার্থ হচ্ছে- যাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তাদের জন্য এ হুকুম সাব্যস্ত নয়।

২. নবী (ﷺ) তাঁর পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন। কিন্তু এমন কোনো বর্ণনা আসেনি যে, তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের চুল, নখ ও চামড়ার কোনো অংশ কেটো না'। যদি এগুলো করা তাদের জন্য হারাম হত তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে নিষেধ করতেন। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।[১৭]

উপসংহার

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তার পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর আত্মত্যাগ স্মরণ করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন মানুষকে পশু কুরবানির বিধান দিয়েছেন। এ কুরবানির মাধ্যমে পিতা-পুত্র উভয়েই মহান আল্লাহর আদেশের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য, ও ধৈর্যশীলতার সুস্পষ্ট কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কুরবানির অন্যতম শিক্ষা হলো, মহান আল্লাহর দাসত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

যে সকল সামর্থবান ব্যক্তি কুরবানী করবেন তাদের জন্য কুরবানীর চাঁদ দেখা গেলেই চুল, নখ ও খৌর কার্য করা নিষিদ্ধ। এটা ছাড়াও এ পুন্যময় দশটি দিনে শরীয়তসম্মত পালনীয় 'ইবাদত পালন করা এবং শরীয়ত গর্হিত সকল কর্ম বর্জন করে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ নেয়া সকল মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য।

[১৬] *ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা- ২/৩১৬।*
[১৭] *আল-শারহুল মুমতি- ৭/৫৩০।*

مقالة رئيسة / প্রধান রচনা

যিলহাজ্জ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত

আবু মাহদী মামুনুর রশীদ বিন আব্দুল্লাহ*

ভূমিকা: হিজরি বর্ষের বারোটি মাসের প্রতিটি মাসই বিশেষ তাৎপর্য ও ফযীলতের অধিকারী হলেও যিলহাজ্জ মাসের মর্যাদা এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। এটি এমন একটি মাস, যেখানে রয়েছে আত্মশুদ্ধি, তাক্বওয়া অর্জন, কুরবানির ত্যাগ ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুবর্ণ সুযোগ। যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের ফযীলত এতটাই মর্যাদাপূর্ণ যে, তা শ্রেষ্ঠ 'আমলের শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য হয়। এই মাসে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের এমন সুযোগ দেন, যা বছরের অন্য কোনো সময়ে মিলে না– হজ্জের মাধ্যমে গুনাহ মাফ, কুরবানির মাধ্যমে ত্যাগের পরীক্ষা, আর সৎ 'আমলের মাধ্যমে জান্নাতের পথ প্রশস্ত করা। অথচ আমাদের অনেকেই এই মহামূল্যবান দিনগুলোকে অবহেলায় কাটিয়ে দেই।

যিলহাজ্জ মাসের পরিচিতি: হিজরিবর্ষের মাসের সংখ্যা ১২টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে মাসগুলোর সংখ্যা হলো বার। তার মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস।"[১]

এই ১২ মাসের শেষ মাস যিলহাজ্জ। এমনকি চারটি সম্মানিত মাসের একটি যিলহাজ্জ। যিলহাজ্জ মাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মাস, যে মাসে হজ্জ ও কুরবানী করা হয়ে থাকে। এ মাসেই মুসলিমদের অন্যতম উৎসব ঈদুল আযহা পালিত হয়।

যিলহাজ্জ মাসের গুরুত্ব: আল্লাহ তা'আলার নিকট গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যিলহাজ্জ।

অল্প সময়ে অধিক নেকী উপার্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মাস ও দিবসকে গুরুত্বারোপ করেছেন। অনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস হচ্ছে যিলহাজ্জ মাস।

১. যিলহাজ্জ হারাম বা সম্মানিত মাস: আল কুরআনে বর্ণিত أشهر الحرم বা সম্মানিত চারটি মাসের একটি যিলহাজ্জ মাস। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিদ্রোহ বা সংঘাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

"আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে মাসগুলোর সংখ্যা হলো বার। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে নিজেদের ওপর যুল্‌ম করো না।"[২]

চারটি হারাম মাস: যিলক্বদ, যিলহাজ্জ, মুহার্‌রম ও রজব।

২. হজ্জের মাস যিলহাজ্জ: 'উমরার জন্য সারা বছর সুযোগ থাকলেও হজ্জের জন্য শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত মাস রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

"হজ্জ নির্দিষ্ট মাসগুলোতে। অতএব এ মাসগুলোতে যে কেউ হজ্জ করার সংকল্প করবে, তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয় এবং তোমরা যে কোনো সৎ কাজই করো, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় তাক্বওয়া বা আত্মসংযম। সুতরাং হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।"[৩]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হজ্জের সুনির্দিষ্ট মাসগুলো হলো শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহাজ্জ। আল্লাহ তা'আলা এ মাসগুলো হজ্জের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর 'উমরাহ্ সারা বছর আদায় করা যায়। এ মাসগুলো ব্যতীত হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলে হজ্জ হবে না।

৩. যিলহাজ্জ কুরবানীর মাস: কুরবানী করা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাত। যা আমাদের মধ্যে সামর্থ্যবানদেরকে আদায় করতে হয়। আর কুরবানীর জন্য একমাত্র মাস যিলহাজ্জ। এই মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট চারদিন কুরবানী করার বৈধ সময়। কুরবানী করার সময় শুরু হবে ১০ই যিলহাজ্জ ঈদুল আযহার সালাতের পর। ঈদের সালাতের আগের কুরবানী মহান আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ.

---

* 'আক্বীদাহ্ ও দা'ওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব ও দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

[১] সূরা আত্-তাওবাহ: ৩৬।

[২] সূরা আত্-তাওবাহ: ৩৬।

[৩] সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯৭।

"যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন তদস্থলে আরেকটি যবহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত যবেহ করেনি, সে যেন মহান আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।"[১]

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত: মহান আল্লাহর কাছে যিলহাজ্জ মাস পুরোটাই ফযীলতপূর্ণ। তবে প্রথম দশকের বিশেষ কিছু ফযীলত রয়েছে। যেমন-

১. যিলহাজ্জের প্রথম দশক নিয়ে মহান আল্লাহর কসম: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ের কসম করেছেন। অনুরূপভাবে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের কসম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْفَجْرِ ○ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

"কসম ভোরবেলার, কসম দশ রাতের।"[২]

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য যিলহাজ্জ মাসের দশ দিন।

২. যিলহাজ্জের প্রথম দশকের 'আমল মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়: 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَا الْعَمَلُ فِيْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِيْ هَذِهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

"যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমলের চেয়ে অন্য কোনো দিনের 'আমলই উত্তম নয়। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? রাসূল (ﷺ) বললেন: জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।"[৩]

৩. বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক: জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ.

"দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলো হলো যিলহাজ্জের দশ দিন।"[৪]

৪. যিলহাজ্জের প্রথম দশকে সকল মৌলিক 'ইবাদত একত্রিত হয়: এই দশকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রায় সকল 'ইবাদত একত্রিত হয়, যা অন্য কোনো সময়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন- হজ্জ, কুরবানী, সালাত, সিয়াম, দান-সাদাক্বাহ্সহ সকল 'ইবাদত এই দশ দিন একত্রিত করা যায়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِيْ امْتِيَازِ عَشْرِ ذِيْ الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيْهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذٰلِكَ فِيْ غَيْرِهِ.

"এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো– যেহেতু ঐ দিনগুলোতে মৌলিক 'ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে। যেমন- সালাত, সিয়াম, সাদাক্বাহ্ এবং হজ্জ; যা অন্যান্য দিনগুলোতে এভাবে একত্রিত হয় না।"[৫]

৫. যিলহাজ্জের প্রথম দশকে দ্বীনের নিদর্শনসমূহের সম্মানের সময়: এই দশ দিনে যেহেতু ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত একত্রিত হয়, সেহেতু আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শনসমূহও সম্মান করা সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ﴾

"এটাই হলো আল্লাহর বিধান, যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাক্বওয়া থেকেই।"[৬]

বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন সর্বোত্তম দিন, আর রমাযান মাসের শেষ দশ রাত, সর্বোত্তম রাত।[৭]

যিলহাজ্জের প্রথম দশকে করণীয় 'আমল

যিলহাজ্জের প্রথম দশক আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য বিশাল নিয়ামত। এই দিনগুলো 'ইবাদতের একটা মৌসুম, যা বছরে মাত্র একবার আসে। তাই এই মৌসুমে বেশি বেশি 'ইবাদত- বন্দেগী করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের 'আমলগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) আম বা সাধারণ 'ইবাদত: অর্থাৎ- যেগুলো যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ছাড়াও বছরের অন্যান্য দিনে করা যায়।

(খ) খাস বা বিশেষ 'ইবাদত: অর্থাৎ- যে সকল নেক 'আমল যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের সাথে সম্পৃক্ত; যা বছরের অন্যান্য দিনে করা যায় না।

(ক) প্রথম দশকের আম বা সাধারণ 'আমল:

১. তাওবাহ্-ইস্তেগফার করা: তাওবাহ্ অর্থ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। নিজের কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫০০; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৪১০।*
[২] *সূরা আল-ফাজর: ১-২।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৬৯; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৫৭।*
[৪] *সহীহুল জামে' - হা. ১১৩৩; সহীহ তারগীব- হা. ১১৫০।*
[৫] *ফাতহুল বারী- ২/৪৬০।*
[৬] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩২।*
[৭] *মাওসুআতুল ফাত্বওয়া আল বারিযাহ- ৮৯০৮।*

সারাজীবনের জন্য খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসার দৃঢ় সংকল্প করা। যিলহাজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলোতে তাওবাহ্ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো, বিশুদ্ধ তাওবাহ্।"[১]

২. ফর্‌য ও নফল সালাতগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা: এই ফযীলতপূর্ণ দিনগুলোতে ফর্‌য ও নফল সালাতের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হতে হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ".

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফর্‌য 'ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো 'ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল 'ইবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই। (অবস্থা এমন যে,) আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোনো কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেই। আমি যে কোনো কাজ করতে চাইলে তাতে কোনো রকম দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে অথচ আমি তার প্রতি কষ্টদায়ক বস্তু দিতে অপছন্দ করি।"[২]

৩. সিয়াম পালন করা: যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে সিয়াম পালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'আমল। বান্দার পাপরাশি ক্ষমা করণে সিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে প্রতিদান দেন। তাই এ দিনগুলোতে খুব যত্নসহকারে সিয়াম পালন করা উচিত। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ، بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا».

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।"[৩]

রাসূল (ﷺ) যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকে সিয়াম পালন করতেন। তবে ঈদুল আযহা ও আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন সিয়াম পালন করা যাবে না।

৪. বেশি বেশি যিক্‌র-আযকার করা: পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যিলহাজ্জের প্রথম দশক। তাই এই দিনগুলোতে অন্যান্য 'ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি বেশি বেশি যিক্‌র-আযকার করা উচিত। যিক্‌র-আযকার বলতে অধিক পরিমাণে তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾

"যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু থেকে যে রিয্‌ক দিয়েছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।"[৪]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيْهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ.

"এই দিনসমূহ মহান আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাপূর্ণ এবং এই দশ দিনের মধ্যে সম্পাদিত 'আমল মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। সুতরাং এই দিনগুলোতে তোমরা বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করো।"[৫]

---

[১] *সূরা আত্-তাহ্‌রীম: ৮।*
[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৩।*
[৪] *সূরা আল-হাজ্জ: ২৮।*
[৫] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৫৪৪৬; সহীহুত্ তারগীব- হা. ১২৪৮।*

চারটি যিক্র বেশি বেশি পাঠ করার চেষ্টা করতে হবে। সেগুলো হলো– তাসবীহ سُبْحَانَ اللهِ, তাহমীদ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, তাহলীল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ তাকবীর اللهُ أَكْبَر।[১]

৫. অধিক পরিমাণে দান-সাদাক্বাহ্ করা: দান- সাদাক্বাহ্ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। আর এই 'আমলটি করার সুবর্ণ সময় হলো যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক। দান-সাদাক্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, অভাবগ্রস্তকে উপকার করা যায় আর নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾

"তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করো এবং তোমরা কোনো উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না।"[২]

রাসূল (ﷺ) দান-সাদাক্বাহ্ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

اَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা করো এক টুকরা খেজুর সাদাক্বাহ্ করে হলেও।"[৩] এছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত, রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ, অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থেকে বেশি বেশি নেক 'আমলে রত থাকা আর সকল ধরণের পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

(খ) প্রথম দশকের খাস বা বিশেষ 'আমল:

১. হজ্জ পালন করা: হজ্জ পালনের জন্য প্রস্তুতি মূলক কয়েকটি মাস থাকলেও একমাত্র হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় যিলহাজ্জ মাসে। তাই সামর্থ্যবান সকল মুসলিমের ওপর হজ্জ পালন করা ফর্য।[৪] রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

"যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, তাতে কোনো অশ্লীল আচরণ করেনি, কোনো পাপে লিপ্ত হয়নি, তাহলে সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে গেল, যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল।"[৫] অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«اَلْعُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ المَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

"এক 'উমরাহ্ থেকে অন্য 'উমরাহ্কে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কবুল হজ্জের পুরস্কার হলো জান্নাত।"[৬]

২. ঈদুল আযহার সালাত আদায় করা: প্রথম দশকের অন্যতম 'আমল ঈদুল আযহার সালাত আদায় করা। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

"রাসূল (ﷺ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ করতেন তা হলো সালাত আদায়। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোনো সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোনো বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারী করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন।"[৭] উল্লেখ্য, মহিলারাও ঈদের সালাতে পুরুষদের সাথে পর্দা সহকারে গমন করে সালাত আদায় করতে পারবে।

৩. কুরবানী করা: যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের বিশেষ আরেকটি 'আমল হলো কুরবানী করা। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান সে হজ্জ পালনকারী হোন বা হজ্জের বাইরে থাকুন সকলেই এই দিনে কুরবানী করে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে ক্বিরানকারীগণ মিনা ও তার আশপাশ হারাম এলাকায় আর হজ্জের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা তাদের স্ব স্ব অবস্থানস্থলে কুরবানী করেন। কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় করো এবং কুরবানী করো।"[৮] রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

"যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে।"[৯]

---

[১] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৫৪৪৬।*
[২] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৭২।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪১৭।*
[৪] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ৯৭।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৪৯, মা. শা. হা. ১৫২১।*
[৬] *বুখারী- ১৬৮৩, মা. শা., হা. ১৭৭৩; মুসলিম- হা. ১৩৪৯।*
[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৫৬।*
[৮] *সূরা আল-কাওসার: ২।*
[৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১২৩; সহীহুল জামে'- হা. ৬৪৯০।*

তবে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আবূ বক্র, ‘উমার ফারূক, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস, বেলাল, আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ সাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[১] প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর একটি পশু দ্বারা কুরবানী করাই যথেষ্ট।[২] তবে কুরবানীর সওয়াব বিবেচিত হবে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

“আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।”[৩] তাই কুরবানী শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশী ও তার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতে হবে।

৪. আরাফার সাওম পালন করা: সর্বশ্রেষ্ঠ নফল সিয়াম হলো আরাফার দিনের সিয়াম। আর এই আরাফার দিন শুধু যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে। হজ্জ পালনকারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমগণ এ দিনে সওম পালন করবে। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ)-কে আরাফার দিনের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

“আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী, এটা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছররে গুনাহর কাফ্ফারা হবে।”[৪]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبَ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ.

“যে ব্যক্তি আরাফার দিন সাওম রাখে তার পরপর দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।”[৫]

৫. চুল ও নখ কর্তন না করা: যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের আরেকটি ‘আমল হলো যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল ও নখ কর্তন না করা। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ رَأَىْ هِلَالَ ذِىْ الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

“যে যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখল এবং কুরবানী করার ইচ্ছা করল, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।”[৬]

৭. তাকবীর পাঠ করা: সাধারণত যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকে বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করতে হবে। বিশেষ করে ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ ‘আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফর্য সালাত শেষে তাকবীর পাঠ করা।[৭] ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরাফার দিন ফজর থেকে কুরবানীর দিন ‘আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।[৮] ঈদের বিশুদ্ধ তাকবীর হলো–

اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা‘বূদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আর সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য।”[৯]

হাজীগণ ইহরাম বাঁধার পর তাকবীর দিবেন। তবে হজ্জের দিনগুলো তথা ৮-১২ যিলহাজ্জ বেশি বেশি নিচের তালবিয়া পাঠ করবেন।

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

“আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির। আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই আপনার; আপনার কোনো শরীক নেই।”[১০] এই দিনগুলোতে তাকবীর উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।[১১]

উপসংহার : যিলহাজ্জ ইসলামের একটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ও বরকতময় মাস। এই মাসে ‘ইবাদত-বন্দেগী, নেক ‘আমল এবং যিক্র-আযকারের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি এবং গুনাহ থেকে মুক্তির সুযোগ লাভ করতে পারি। এর মাধ্যমে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে জান্নাতের পথকে সহজ করা সম্ভব। অতএব, আমাদের সকলের উচিত যিলহাজ্জ মাসের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করে এ সময়কে সর্বোচ্চ ‘ইবাদত ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মাসের ফযীলত অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

---

[১] *বায়হাক্বী- ৯/২৬৪ পৃ., ১৯৫০৬; ইরওয়া- ১১৩৯, ৪/৩৫৪; মিরআত- ৫/৭২-৭৩; মাজমূ‘ ফাতাওয়া- উসাইমীন, ২৫/১০।*

[২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৭৮৮; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৫১৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৪৭৮।*

[৩] *সূরা আল-আন‘আম: ১৬২।*

[৪] *মুসলিম- হা. ১১৬৩, ২৮০৩; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪২৫।*

[৫] *ত্বাবারানী- হা. ৫৭৯০; সহীহুত্ তারগীব- হা. ১০১২।*

[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭৭; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৭৯১; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২৩।*

[৭] *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ২৪/২২০।*

[৮] *যাদুল মা‘আদ- ২/৩৬০।*

[৯] *দারাকুতনী- হা. ১৭৫৬; ইরওয়াউল গালীল- ৩/১২৫, ৬৫৪।*

[১০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮৪; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮১২।*

[১১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ

ত্যাগের মহিমায় ধন্য ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)

ডা. সুলতান আহমদ*

ত্যাগের মহিমায় ধন্য ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যুগে যুগে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা প্রবাহ মুসলিম উম্মার জন্য অনুকরণীয়, অনুস্মরণীয় এবং পরতে পরতে তাঁর সুন্নাত আমাদেরকে বিমোহিত করে। তাঁর জীবনে যত পরীক্ষা সকল পরীক্ষায় যুগান্তকারী সফলতার মাধ্যমে তিনি আমাদের মাঝে চীর প্রষ্ফুটিত। তাঁর এই মহিমার সু-ঘ্রাণ বিশ্বময় ব্যাপ্ত। তাঁকে নিয়ে ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনায় আমাদের জন্য রয়েছে মহান শিক্ষা। পাহাড়সম বিপদেও তিনি বিন্দু পরিমান বিচলিত না হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি হুকুম প্রতিপালনে ছিলেন তৎপর। তাঁর বিনিময়ে তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে অর্জন করেছেন মহাপুরস্কার।

তাঁর ত্যাগের বিন্দু পরিমাণ যদি আমাদের ভিতর থাকতো, তাহলে সমাজে এত জঞ্জাল ঘটত না। হত না শয়তানের জয়জয়কার অবস্থা। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য বা মহা সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর অতুলনীয় ত্যাগের প্রতিটি মুহূর্ত যদি ধারণ করতে পারতাম, তাহলে বিশ্ব উম্মার ইখওয়ানুল মুসলেমীন হতে আর কতক্ষণ? আসুন, আমরা তাঁর অপরাজেয় ত্যাগের মহিমায় আপলুত হোই।

১. মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও নমরূদের অগ্নিকূপে মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রেখে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) অগ্নিকূপে ঝাঁপ দিলেন। জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর উপকার করতে চাইলে দ্ব্যার্থ কণ্ঠে জবাব দিলেন মহান আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ তাঁর ত্যাগের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সৃষ্ট আগুনকে বলে দিলেন যে, তুমি আমার বন্ধুর সহনীয় হয়ে যাও। আগুন আল্লাহর কথা শুনে ছিলেন এবং ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আগুন থেকে হাঁসতে হাঁসতে উঠে এসে নমরূদকে হতবাক করে দিলেন। অপর দিকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) উপাধি পেলেন 'খলিলুল্লাহ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ﴾

"আমি বললাম, 'হে আগুন! তুমি ইব্‌রা-হীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"[১]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) অগ্নিকূপে ঝাঁপ দেয়াতে আমাদের জন্য রয়েছে বিশাল শিক্ষা। যদি আমরা প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনেও আসবে আশাতীত সফলতা।

২. ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের আশায় মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন–

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ন সন্তান দান করো।"[২]

এ বয়সে সন্তান পাওয়া একটি দুঃস্বপ্ন, কারণ তাঁর স্ত্রীও বৃদ্ধা হয়েছিলেন। অথচ যে পরিবেশে গর্ভের সন্তান সঞ্চার হয় সেই পরিবেশ পারিবারিকভাবে তখন মোটেও ছিলনা। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে তাঁকে পরিবেশ শিক্ষা দিলেন, নীতিমালা দিলেন। বিবি হাজেরার গর্ভে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর আগমন ঘটে। আল্লাহ গর্ভজাত সন্তানের নামও বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমা'ঈল ও ইশাহাক দান করেছেন নিশ্চয় পালনকর্তা দু'আ শ্রবণ করেন।"[৩]

৩. শিশু ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মে পরিবার ধন্য হলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর নেমে এলো ঘোর অমানিশা। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তোমার প্রাণের সন্তানসহ প্রেমময়ী স্ত্রীকে নির্বাসনে রেখে এসো। যেই কথা সেই কাজ। কোনো আপত্তি নেই তাঁর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ﴾

---

*সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এবং উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

[১] সূরা আল-আম্বিয়া-: ৬৯।
[২] সূরা আস্-সা-ফ্ফা-ত: ১০০।
[৩] সূরা ইব্‌রা-হীম: ৩৯।

"হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব! যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিয্ক প্রদান করুণ ফলফলাদি থেকে, আশা করা যায় তাঁরা শুকরিয়া আদায় করবে।"[১]

আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় স্ত্রী-পুত্র উভয়কে জনমানবহীন, খাদ্যবিহীন, সুপেয় পানির নেই কোনো ব্যবস্থা এ এক বেদনা বিধূর পরিবেশে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে রেখে চলে আসেন। তাঁর মহাআদর্শনী স্ত্রীর কথায় তিনি বলেছিলেন মহান আল্লাহর জীম্মায় রেখে গেলাম। তিনি তখন আর কোনো বাক্য বিনিময় করেননি। শিশু পুত্রকে নিয়ে মা হাজেরা থেকে গেলেন নির্জন মক্কায়।

ফলোশ্রুতিতে মহান আল্লাহর কুদরতে শিশু ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) পায়ের গোড়ালীর আঘাতে আরব মরুভূমিতে সৃষ্টি হলো স্মরণকালের সর্বকল্যাণীয় জমজম কূপের। যে পানি শিফার কারণ। বিশ্ব মুসলিম হজ্জ ও 'উমরাহ্তে প্রায়শই এ বরকতময় পানি তৃপ্তি সহকারে পান করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। **পানি পানের দু'আ:**

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ".

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, রিয্কের প্রস্থতা এবং সকল রোগ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।'[২]

৪. মা হাজেরা তার শিশু সন্তানকে একফোটা পানি পান করানোর জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে হণ্যে হয়ে ছুটাছুটি করেন। রোদের মরিচিকায় পানির আভা মনে করে তিনি জোরে দৌড়ান। আজও হাজী সাহেবগণ সেই স্মৃতি ধারণ করে সাফা-মারওয়া সাঈ' করেন এবং চিহ্নিত জায়গায় জোরে দৌড়ান। সেই সময় দু'আ পড়তে হয়–

«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ».

হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও, আমার প্রতি দয়া করো, তুমি মহাপরাক্রমশালী ও মহামহিমাময়।[৩]

৫. ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর হঠাৎ নেমে আসে আবারও এক মহা পরীক্ষা। তিনি বারবার স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর প্রাণ প্রিয় পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কুরবানী করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○ سَلٰمٌ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ ○ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"অতঃপর সে যখন তাঁর পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল হে আমার পিতা; আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা পালন করুণ।"[৪]

এক পর্যায়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর আদরের অবুঝ পুত্রকে নিয়ে কুরবানী করার জন্য মিনা ময়দানে গেলেন। মা হাজেরা তাঁর পুত্রকে সাজিয়ে পিতার সাথে পাঠিয়ে দেন। যাত্রা পথে ইবলিশ পরপর তিনবার ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে বিভিন্নভাবে বিব্রত করেন। এটা বুঝতে পেরে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তিন জায়গাতেই ইবলিশকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেন। আজও হজ্জব্রত মুসলিম উম্মা পাথর নিক্ষেপ করেন। স্মৃতি বিজড়িত ধন্য জামরা আকাবা।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় স্বীয় পুত্র যবেহ করতে উদ্যত হলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيْٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

"সে বলল, হে পিতা! আপনি নির্দেশ পালনে ব্রতী হন। আমাকে আল্লাহ চাইলে ধৈর্য্যশীলদের মাঝে পাবেন।"[৫]

এক পর্যায়ে পুত্রের গলায় ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ধারালো ছুরি দিয়ে যবেহ করতে লাগলেন কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতে তাঁর সন্তান কুরবানী না হয়ে- কুরবানী হয়ে গেল বেহেশ্ত থেকে প্রেরিত এক মোটা তাজা পশু। সুবহান আল্লাহ! আল্লাহুআকবার!

আল্লাহ তা'আলা পিতা পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলেন:

﴿فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ﴾

---

[১] *সূরা ইব্রা-হীম: ৩৭।*
[২] *সুনান দারাকুত্বনী- হা. ২৭৩৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- অধ্যায়: হজ্জ; আহমাদ- অধ্যায়: হজ্জ; হাদীস শরীফ- দ্বিতীয় খণ্ড।*
[৩] *তবারানী- হা. ৮৭০।*
[৪] *সূরা আস্-সা-ফ্ফা-ত: ১০২।*
[৫] *সূরা আস্-সা-ফ্ফা-ত: ১০২।*

"যখন উভয়ই আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রস্তুত হলো এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুয়ে দিলো তখন আমি তাঁকে ডাক দিলাম: হে ইবরাহীম! তুমি নির্দেশ পালনে সততার প্রমাণ দিয়েছ। একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ লোকদের এমনিভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর পুত্র যবেহের বিনিময়ে তাঁকে যবেহ করার জন্য এক মোটা তাজা যন্তু উপহার দিলো।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ﴾

"আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে।"[২]

সেই সুন্নাতের স্রোতধারায় বিশ্বময় মুসলিম উম্মা ১০ যিলহাজ্জ পশু কুরবানীর মাধ্যমে মহান ত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ সুস্পষ্ট। যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রগাঢ় প্রেমকে পছন্দ করে বেহেশ্ত থেকে পশু না দিতেন তাহলে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) কুরবানী হতেন। পক্ষান্তরে আদম সন্তানের বিস্তার বন্ধ হয়ে যেতে এবং কুরবানীর সিলসিলা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার মহাপরিকল্পনার অপরূপ দৃশ্যায়ন বিশ্বময় আজও গতিশীল।

৬. ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ এলো যে, পিতা-পুত্রের সমন্বয়ে পবিত্র বায়তুল্লাহ নির্মাণ করো। তারা আদর্শ পালনে ব্রত হলেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) হলেন, শ্রেষ্ঠ মিস্ত্রী এবং পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) হলেন উত্তম সহযোগী। পবিত্র বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় উঁচু হতে থাকলে একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ অব্যহত রাখেন। পাথর ক্ষয় হয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পায়ের ছাপ অংকিত হয়ে যায়। যা মাকামে ইবরাহীম নামে আজও ভাস্বর হয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, এবং জনশ্রুতি রয়েছে যে, তাওয়াফ করার সময় মাকামে ইবরাহীম হাজীদের ভিড়ে অসতর্ক অবস্থায় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই একে অন্যত্র স্থাপন করার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মাকামে ইবরাহীমকে স্থানান্তরের সময় গোটা বায়তুল্লাহ নড়ে উঠে। সেই থেকে ঠায় রয়েছে পূর্ববৎ।

মহান আল্লাহর আদেশ ও ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কামনা:
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

"স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তাঁরা দু'আ করেছিল, পরোয়ারদিগার! আমাদের থেকে কবুল করো নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। পরোয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্ট করো, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি তাওবাহ্ কবুলকারী দয়ালু।"[৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى﴾

"তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।"[৪]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), মা হাজেরা এবং ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) তিনজনই ছিলেন মহান আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় বর্ণিত ঘটনা প্রবাহে তাঁদের ছিল না বিন্দু পরিমাণ কোনো ওজর আপত্তি। তাঁরা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে জিব্রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে পরপর তিন বছর প্রেরণপূর্বক হজ্জের মহা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে হজ্জ বিষয়ে অভিজ্ঞ করে হজ্জের কার্যক্রম অব্যহত রাখার জন্য আর্দশ দিয়ে জিব্রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) বিদায় গ্রহণ করেন। সেই সুবাদে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে পবিত্র হজ্জ। বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা, তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রা-হীমের সামনে দু'রাকআত সালাত আদায় করা, সাফা-মারওয়াহ সাঈ' করা, চিহ্নিত স্থানে জোরে দৌড়ানো, মীনাতে অবস্থান, আরাফাতে অবস্থান, মুজদালিফায় রাত্রী যাপন এবং পুনরায় মিনাতে ফিরে এসে পরপর তিন দিন

[১] *সূরা আস্-সা-ফ্ফা-ত: ১০৩-১০৭।*
[২] *সূরা আস্-সা-ফ্ফা-হ: ১০৭।*
[৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১২৭-১২৮।*
[৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১২৫।*

জামরায় ইবলিশকে লক্ষ্য করে তিন জায়গায় পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, হজ্জের তাওয়াফ করা, বিদায়ী তাওয়াফ করা এ সবই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও স্বর্ণাক্ষরে লেখা তাঁর পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাপ্রবাহ পবিত্র হজ্জের অংশ বটে। কুরবানী প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"কুরবানী করা যন্তুর গোশ্ত ও তার রক্ত আল্লাহর নিকট কস্মিনকালেও পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া আল্লাহকে ভয় করে তার সন্তোষ বিধানের ইচ্ছা ও উদ্দ্যোগ গ্রহণই তার নিকট পৌঁছায় ও কবুল হয়। তিনি তাঁরই সওয়াব দেন।"[১]

এ থেকে অনুমীয় যে, রক্ত, গোশ্ত কিছুই মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছায় শুধু তাক্বওয়া। যার ভিতরে তাক্বওয়া নেই, তার সব 'ইবাদত লোক দেখানো মাত্র। বিন্দু পরিমাণ মহান আল্লাহর কাছে কবুলও হবে না মুক্তিও পাবে না।

তাক্বওয়া একটি বড় সম্পদ। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কোনো বৈশ্বিক সম্পদ ছিল না। কিন্তু একমাত্র তাক্বওয়ার জোরেই আজকে তিনি ও তাঁর পরিবার বিশ্বনন্দিত এবং স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাপ্রবাহ পবিত্র হজ্জে বিরাট অংশ বিশেষ। তাঁর তাক্বওয়াই প্রমাণ করে বৈশ্বিক সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়। একমাত্র তাক্বওয়াই অমূল্য সম্পদ। যার বিনিময়ে ইহকাল ও পরকালে মুক্তি। তাই প্রবন্ধের আলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরিবারের সকল সদস্যসহ গৃহকর্তা-কর্তী বিনা ওজর আপত্তিতে সদাসর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর পথে অবিচল থাকা এবং জীবন যাত্রা পরিচালনা করা, 'ইবাদত বন্দেগী করা, সকল প্রকার লোভকে পরিহার করে ত্যাগী জিন্দেগী গোড়ে তোলা প্রতি মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। তাই ঘর থেকে দ্বীনি দা'ওয়াত শুরু করুণ। আল কুরাআনের আলোকে শেষ নসিহা হচ্ছে–

﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى﴾

"পরকালীন মহা যাত্রার জন্য সর্বত্তম পাথেয় হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহর নাফারমানী না করা।"

[১] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩৭।*

আরাফার দিনের সওম গুরুত্ব ও ফযীলত

মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)★

যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখকে বলা হয় 'ইয়াউমুল আরাফা' বা আরাফার দিন। স্বাভাবিকভাবে যিলহাজ্জ মাস অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি মাস। আরবি বর্ষপঞ্জিকার ১২তম এই মাস ছাড়াও রজব, যিলক্বদ ও মুহার্‌রমকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এই মাসগুলোয় যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ রয়েছে। এ কারণে আরব সংস্কৃতি অনুযায়ী, স্থানীয়রা এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ, অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি বিশ্রামে সময় অতিবাহিত করতো।

অন্যদিকে, যিলহাজ্জ মাসের 'আমল মহান রবের কাছে অনেক প্রিয়। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমল অন্যান্য দিনের 'আমলের তুলনায় উত্তম। তারা (সাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? রাসূল (ﷺ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।[২]

'ইয়াউমুল আরাফা' বা আরাফার দিনে সিয়াম রাখারও বিশেষ ফযীলত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে অন্য কোনো নফল রোযার এত বেশি ফযীলত পাওয়া যায় না। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

প্রতি মাসে তিন দিন সাওম (রোযা) পালন করা এবং রমাযান মাসের সাওম এক রমাযান থেকে পরবর্তী রমাযান পর্যন্ত সারা বছর সাওম পালনের সমান। আর আরাফাত দিবসের সাওম সম্পর্কে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও

★ *শিক্ষক, লেখক, কলামিস্ট, মোটিভেশন বক্তা।*
[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯১৮।*

পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। এছাড়া আশুরা'র সাওম সম্পর্কে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।[১]

বছরের যেকোনো সময়ই নেক 'আমল করা যায়। নফল রোযা রাখা যায়। তবে কিছু কিছু সময়ের 'আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক প্রিয় এবং এর সওয়াবও বেশি। তেমনি একটি 'আমল হলো আরাফার দিবসের রোযা। এই দিনের রোযার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার আগের এবং পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করেন। যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখকে (ঈদুল আযহার আগের দিন) 'ইওয়ামুল আরাফাহ' বা 'আরাফার দিন' বলা হয়, কারণ এই দিনে হাজীরা আরাফাহ নামক একটা মাঠে জমায়েত হন। হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আহকাম হলো যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ 'আরাফার ময়দানে' অবস্থান করা। এই দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আরাফার ময়দানে অবস্থান করাই হলো হজ্জ।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আরো বলেছেন: "আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী, এটি পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হবে।"[২]

আরাফাহ দিবসের রোযা রাখার হুকুম বা বিধান:

ক) হাজীদের জন্য বিধান: আরাফায় অবস্থানকারী হাজীদের জন্য রোযা মুস্তাহাব নয়। নবী (ﷺ) আরাফায় অবস্থান করেছিলেন রোযা বিহীন অবস্থায়।

খ) যারা হজ্জে যাবেন না, তাদের জন্য বিধান: 'ইয়াওমে আরাফা'র রোযা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীস–

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

'ইয়াওমে আরাফার রোযার বিষয়ে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি এর দ্বারা এর আগের এক বছরের ও পরের একবছরের গুনাহ মাফ করবেন।[৩]

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আরফার দিনের রোযার সওয়াব এক হাজার দিন রোযা রাখার সমান।[৪]

'ইয়াওমে আরাফা' অর্থ নয় যিলহাজ্জ। 'ইয়াওমে আরাফা' হচ্ছে ঐ তারিখের (নয় যিলহাজ্জের) পারিভাষিক নাম।

আরাফার দিন গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন: হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: 'আরাফার দিন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশ্তাদের কাছে গর্ব করে বলেন: 'তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায়?' গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের কামনা করা অধিক পরিমাণে যিক্র ও দু'আ করা। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এমন 'আমল করার তাওফীক্ব দান করেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন এবং ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কেবল তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেক 'আমল সম্পাদন করে –আমীন।

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬১৭।*
[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২।*
[৪] *আত্ তারগীব সম।*

ইবরাহীমী চেতনা

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পথরেখায় কিছু আলোক রেখা এমনভাবে জ্বলে থাকে, যাদের আলো কালের সীমানা অতিক্রম করে। সেই অনন্ত আলোর অন্যতম উৎস হলেন আল্লাহর খলিল, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)। তাঁর জীবন কোনো ঐতিহাসিক কাহিনি নয়; এটি বিশ্বাসের পুনর্জাগরণ, আত্মার মুক্তি, সত্যের প্রতি নির্ভীক আত্মসমর্পণের এক মহাকাব্য।

ইবরাহীমী চেতনা মানে, হৃদয়ের গভীরে এমন এক তাওহীদী দীপ্তি, যেখানে সব মিথ্যা উপাস্য ভেঙে পড়ে, আর একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই হয়ে ওঠে জীবনের লক্ষ্য। এটি কেবল ধর্মীয় অনুভূতি নয়; এটি এক মানসিক বিপ্লব, এক আত্মিক মুক্তি। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে ঘোষণা করেন:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মাহ, আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত, সত্যনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[১] এই আয়াত যেন ইবরাহীমী চেতনার সারসংক্ষেপ, একক ব্যক্তিত্বে একটি জাতির দৃঢ়তা, এক হৃদয়ে এক সভ্যতা, এক আত্মায় এক অবিচল সত্যনিষ্ঠা ঈমান। যে যুগেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে, যে সময়েই সত্য আচ্ছন্ন হয়েছে মিথ্যার আবরণে ইবরাহীমী চেতনা সেখানে আলোর শপথ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

ইবরাহীমী চেতনার ভিত্তি:তাওহীদের শ্বাশত আহ্বান

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাওহীদ; এক মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস। তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ, প্রতিটি প্রতিবাদ, প্রতিটি দা'ওয়াহ ছিল এই এক সত্যের চারপাশে আবর্তিত: আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

তিনি এমন এক সমাজে জন্ম নিয়েছিলেন, যেখানে মিথ্যা দেবতার পূজা ছিল প্রথা, অন্ধ বিশ্বাস ছিল সংস্কৃতি, আর শিরক ছিল জীবনের অলংকার। কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানী হৃদয় কখনো প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই সাহসী ঘোষণাকে কুরআনে অমর করে রেখেছেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾

"আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা যাদের উপাসনা করো, আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।'"[২]

এই ঘোষণা কেবল একটি মতবাদের প্রত্যাখ্যান নয়; এটি আত্মার স্বাধীনতার ঘোষণা। এটি সামাজিক চাপের বিরুদ্ধে সত্যের উচ্চারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে ঈমানের দৃঢ়তা। ইবরাহীমী চেতনা আমাদের শেখায়–

"সত্য কখনো সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়,
হক্ব কখনো জনপ্রিয়তার মুখাপেক্ষী নয়।"

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

"যখন সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল এক নির্মল হৃদয় নিয়ে।"[৩]

"ক্বালবুন সালিম" নির্মল হৃদয়; ইবরাহীমী চেতনার মূল। যে হৃদয়ে শির্কের ছায়া নেই, রিয়ার কলুষতা নেই, দুনিয়ার মোহ নেই; সেই হৃদয়ই তাওহীদের প্রকৃত আবাস। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

"ক্বালবুন সালিম হলো সেই হৃদয়, যা আল্লাহ ছাড়া সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত; ভালোবাসা, ভয়, আশা সবকিছু একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত।"[৪]

এই হৃদয়ই ইবরাহীমী চেতনার প্রথম প্রস্তর, প্রথম আলোকরেখা।

▶ **খলিলুল্লাহর জীবনদর্শন:** ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন এক অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের নাম। তিনি কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে বিশ্বাস গ্রহণ করেননি; বরং বোধের শিখায়, যুক্তির আলোয়, ফিতরাতের আহ্বানে সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। চারপাশে ছিল প্রথার অন্ধকার, কিন্তু তাঁর অন্তরে জ্বলছিল প্রশ্নের সূর্য। কুরআন সেই মনোজাগতিক যাত্রাকে দৃশ্যমান করে যে,

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾

"অতঃপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করল, সে একটি নক্ষত্র দেখল। বলল, 'এটাই আমার প্রতিপালক।' কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, বলল, 'আমি অস্তগামীদের পছন্দ করি না'।"[৫]

---

*মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

[১] সূরা আন্-নাহ্‌ল: ১২০।

[২] সূরা আয্-যুখরুফ: ২৬।

[৩] সূরা আস্-সা-ফ্‌ফা-ত: ৮৪।

[৪] ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শাইতান- খণ্ড: ১, পৃ. ৬৮, দারু 'আলমুল ফাওয়াইদ সংস্করণ, সৌদি আরব।

[৫] সূরা আল-আন'আম: ৭৬।

এরপর চাঁদ, এরপর সূর্য প্রতিটি পর্যবেক্ষণের শেষে যুক্তির এক অনিবার্য সিদ্ধান্ত, যা উদিত হয়, তা অস্ত যায়; যা পরিবর্তিত হয়, তা চিরস্থায়ী নয়; আর যা চিরস্থায়ী নয়, তা উপাস্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾

"যখন তা অস্ত গেল, তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যা শরিক করো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'।"[১]

এ ছিল মানববুদ্ধির সামনে স্থাপিত এক চিরন্তন দার্শনিক ঘোষণা। প্রজ্ঞা ও কোমলতার নববী শিক্ষা। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দা'ওয়াহ ছিল প্রজ্ঞায় দীপ্ত, ভাষায়, মমতাময়, যুক্তিতে অপ্রতিরোধ্য। কঠোর সত্যও তিনি বলতেন কোমল হৃদয়ে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "নরমতা কোনো কিছুর সাথে যুক্ত হলে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, আর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা কলুষিত করে।"[২]

এই হাদীস দা'ওয়াহর মনস্তত্ত্বের এক স্বর্ণসূত্র। সত্যের ভাষা যেন হৃদয় বিদীর্ণ না করে; বরং হৃদয় জাগ্রত করে।

ইমাম আন-নববী (রাহিমাহুল্লাহ-হ) বলেন, "এ হাদীস প্রমাণ করে, দা'ওয়াহ, শিক্ষা ও সামাজিক আচরণে কোমলতা একটি মৌলিক নীতি।"[৩] যুক্তি, ঈমানের শত্রু নয়, সহযাত্রী। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যুক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন অস্ত্র হিসেবে, অহংকার হিসেবে নয়। তাঁর প্রশ্ন ছিল জাগরণের, অপমানের নয়। কুরআন মহান রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ○ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

"তিনি বললেন, 'তোমরা কি তাদের উপাসনা করো, যেগুলো তোমরাই নির্মাণ করো? অথচ আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো।"[৪]

এই প্রশ্ন 'আক্বীদার মর্মে আঘাত হানে যে, **স্রষ্টা কি সৃষ্টি হতে পারে?**

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ-হ) লিখেছেন, "এটি ছিল তাদের বিশ্বাসের অসারতা উদ্ঘাটনের এক যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি।"[৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ (قَالَهَا ثَلَاثًا).

অর্থ: 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন: "ধ্বংস তাদের জন্য যারা অতি কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করে" (তিনি তিনবার বললেন)।"[৬]

অতি কঠোরতা দা'ওয়াহকে দুরূহ করে, হৃদয়কে দূরে সরায়। ইবরাহীমী চেতনা শেখায় দৃঢ়তা হোক সত্যে, কঠোরতা নয় আচরণে।

ইবনু হাজর (রাহিমাহুল্লাহ-হ) বলেন, "ধর্মে বাড়াবাড়ি মানুষকে ভারাক্রান্ত করে এবং হিদায়াতের পথ সংকীর্ণ করে।"[৭]

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব: ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতিবাদ ছিল যুক্তির নাটকীয় রূপায়ণ। যেমন- মহান রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ﴾

"অতঃপর তিনি মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিলেন, শুধু বড়টিকে রেখে দিলেন।"[৮]

এ যেন নির্বাক প্রশ্ন– **যে নিজের ক্ষতি ঠেকাতে পারে না, সে কিভাবে উপাস্য?**

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ-হ) বলেন, "শিরক টিকে থাকে অজ্ঞতা ও অন্ধ অনুসরণে; আর তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞান ও প্রমাণে।"[৯]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)– পরীক্ষার আগুনে গড়া তাওহীদের মহানায়ক: মানব ইতিহাসে কিছু জীবন আছে, যেগুলো শুধু পড়া হয় না অনুভব করা হয়।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন তেমনই এক জ্যোতির্ময় দৃষ্টান্ত, যেখানে প্রতিটি অধ্যায় পরীক্ষা, প্রতিটি পরীক্ষা ঈমানের দীপ্তি, প্রতিটি দীপ্তি আত্মসমর্পণের মহিমা।

শিরকের অন্ধকারে তাওহীদের আহ্বানের পরিক্ষা: চারদিকে মূর্তিপূজার উল্লাস, বংশানুক্রমিক বিশ্বাসের অহংকার। সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে উচ্চারিত হলো সত্যের প্রশ্ন। আল-কুরআনে মহান রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾

"যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও জাতিকে বললেন– তোমরা কিসের 'ইবাদত করছ?"[১০]

এটি কেবল প্রশ্ন নয়, এটি ছিল তাওহীদের ঘোষিত বিপ্লব। তাছাড়া মূর্তি ভাঙা ছিল বিশ্বাসের শেকল ছিন্ন করার পরিক্ষা। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দৃশ্যমান প্রতীক ভেঙে দিলেন, কিন্তু আসলে ভাঙলেন অন্ধ আনুগত্যের দেয়াল।

[১] *সূরা আল-আন'আম: ৭৮।*
[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৯৪।*
[৩] *শরহে সহীহ মুসলিম।*
[৪] *সূরা আস্-সা-ফ্ফা-ত: ৯৫-৯৬।*
[৫] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭০।*
[৭] *ফতহুল বারী।*
[৮] *সূরা আল-'আম্বিয়া-: ৫৮।*
[৯] *মাজমুউল ফাতওয়া।*
[১০] *সূরা আশ্-শু'আরা-: ৭০।*

সত্যের পথে অন্য কোনো কিছুতে আপস নেই এই শিক্ষা এখানে চিরন্তন। অগ্নিকুণ্ডের পরিক্ষা ছিল– মহান আল্লাহর কুদরতের মহা নিদর্শন। মানুষ আগুন প্রস্তুত করল ধ্বংসের জন্য, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেটিকে বানালেন নিরাপত্তার প্রতীক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾

"আমি বললাম, হে আগুন! তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"[১] এখানে আগুন পরাজয়, কিন্তু ঈমান বিজয়ী।

তাছাড়া হিজরত ছিল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য দুনিয়া ত্যাগের সাহসী পরিক্ষা। স্বদেশ ত্যাগ, নিরাপত্তা সংকট কিন্তু আল্লাহর ওপর ছিল অটুট বিশ্বাস। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

"আমি আমার রবের দিকে গমন করছি, তিনি পথ দেখাবেন।"[২] এটি ছিল ঈমানের যাত্রা।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারকে নির্জনে উপত্যকায় রাখে আসা ছিল আরেক কঠিন পরীক্ষা। মানবিক হৃদয়ের সবচেয়ে বেদনাময় দৃশ্য, কিন্তু তাওহীদের সর্বোচ্চ প্রকাশ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾

"হে আমাদের রব! আমি আমার সন্তানদের অনাবাদী উপত্যকায় বসবাস করালাম।"[৩]

এখানে যুক্তির ও প্রবৃত্তির পরাজয়, তাওয়াক্কুলের ও ঈমানের জয়। সবচেয়ে কঠিন পরিক্ষা ছিল, পুত্রকে কুরবানির নির্দেশ। যা ছিল, আত্মসমর্পণের জ্বলন্ত শিখর, আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার সর্বোচ্চ পরীক্ষা। মহান রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾

"হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি– আমি তোমাকে কুরবানি করছি।"[৪]

এখানে আবেগ নয়, আনুগত্যের মহিমা ও আমাদের জন্য কুরবানীর আত্মত্যাগের প্রেরণা। বিশেষ করে আজকের আমাদের চেতনা ও কুরবানীর জন্য ইবরাহীমী চেতান আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মহা পবিত্র কুরআনের সরাসরি পরীক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন,

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾

"আল্লাহ ইবরাহীমকে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তা পূর্ণ করলেন।"[৫]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ○ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ﴾

অর্থ: "তাকে কি জানানো হয়নি মূসার সহীফাসমূহে যা আছে এবং ইব্‌রা-হীমের (সহীফাসমূহে), যিনি (মহান আল্লাহর নির্দেশ) পূর্ণভাবে পালন করেছিলেন?"[৬]

হাদীসের ভাষ্যমতে,

جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ يَقُوْلُ: إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا.

অর্থ: জুনদুব ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি মহান আল্লাহর কাছে ঘোষণা করছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু (খলীল) হিসেবে গ্রহণ করা থেকে আমি মুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি ইবরাহীমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবূ বক্‌রকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।"[৭]

আজকের বিভ্রান্ত, আপসপ্রবণ ও ভয়গ্রস্ত পৃথিবীতে ইবরাহীমী চেতনা হলো অন্তরে বিপ্লবের আহ্বান। এটি শির্‌ক, ভ্রান্তি ও মিথ্যার সব শেকল ভেঙে একক সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের ডাক। এই চেতনা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে শুদ্ধ করে; হৃদয়ে জাগায় দৃঢ়তা, কর্মে আনে সততা, আর জীবনে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য। অতএব, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর চেতনা গ্রহণ মানে, জীবনের প্রতিটি মোড়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া, সত্যের জন্য নির্ভীক থাকা এবং ত্যাগের মধ্যেই সাফল্যের স্বাদ খোঁজা। এ চেতনার আলোয় আলোকিত মানুষই পারে দুনিয়ার অন্ধকারে হিদায়াতের প্রদীপ জ্বালাতে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোক –আমীন।

[১] *সূরা আল-'আম্বিয়া- : ৬৯।*
[২] *সূরা আস্‌-সা-ফ্‌ফা-ত: ৯৯।*
[৩] *সূরা ইব্‌রা-হীম: ৩৭।*
[৪] *সূরা আস্‌-সা-ফ্‌ফা-ত: ১০২।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ১২৪।*
[৬] *সূরা আন্‌-নাজম: ৩৬-৩৭।*
[৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৮৩।*

مقالة / প্রবন্ধ

কাফিরদের হত্যা করাই কি মহান আল্লাহর পথে জিহাদ?

মূল: শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল বদর

অনুবাদ: মাহফুজ সাত্তার*

দীনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয় হলো, মানব রক্তের মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবনকে পবিত্র ও সম্মানিত করেছেন এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাতের বিষয়ে কঠোর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে সামান্য শিথিলতা কিংবা রক্তের হুরমত লঙ্ঘন করাকে তিনি মহাপাপ ও ব্যাপক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এমন অপরাধের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ও কঠোর ধমকের ঘোষণা করেছেন।

ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি হলো– যে কোনো হত্যা যদি শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে না হয়– হোক সে নিহত ব্যক্তি মুসলিম কিংবা কাফির– তাহলে তা হারাম; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি কাবীরা গুনাহ এবং ধ্বংসাত্মক অপরাধ। যে ব্যক্তি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে ইসলামের জিহাদ কিংবা বৈধ কর্ম বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট। সে মুসলিমদের ইজমা থেকে বিচ্যুত, এমনকি আসমানি শরিয়তের সর্বজনস্বীকৃত নীতিমালার সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনাটি গভীরভাবে চিন্তা করার দাবি রাখে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ. فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِينٌ. فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ﴾

"আর মূসা (আলাইহিস সালাম) নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখানে তিনি দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন, একজন তার নিজ দলের এবং অন্যজন তার শত্রুদলের। অতঃপর মূসার দলের লোকটি ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন; এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। তারপর তিনি দু'আ করে বললেন, হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছি; কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এরপর বললেন, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সে নগরীতে তার ভোর হলো। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন আগের দিন যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। 'অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলো, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, তেমনি আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে কেবল স্বেচ্ছাচারী হতে চাও; শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না'!"[১]

এই ঘটনার বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট সাহায্য চেয়েছিল সে ছিল তারই গোত্রভুক্ত একজন ইসরা-ঈলি মুসলিম। আর যার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল, সে ছিল এক কিবতী কাফির।[২]

ঘটনার প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ কিবতী ব্যক্তি ইসরা-ঈলি মুসলিমের ওপর যুল্‌ম করছিল। যুল্‌ম প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই মূসা (আলাইহিস সালাম) এগিয়ে যান। তার উদ্দেশ্য কখনোই কাউকে হত্যা করা ছিল না। কিন্তু মূসা (আলাইহিস সালাম) যেহেতু শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের

---

* *অধ্যয়নরত, হায়ার ডিপ্লোমা (শরীয়াহ), মাদ্‌রাসা মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[১] *সূরা আল-ক্বাসাস: ১৯।*

[২] *তাফসীর ত্বাবারী- ১৮/১৮৬; তাফসীর আবুল মুযাফ্ফর সামআনী- ৪/১২৮।*

অধিকারী ছিলেন, তাই তার একটি আঘাতই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾

"মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন।" অর্থাৎ- তিনি তার দু'হাতের তালু দিয়ে তার বুকে আঘাত করলে সে মৃত্যুবরণ করে। অথচ বাস্তবে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কোনো হত্যার ইচ্ছা ছিল না।[১]

হাফেয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঐ কিবতী ব্যক্তি কাফির মুশরিক ছিল। তবুও মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে হত্যা করতে চাননি। তিনি কেবল তাকে প্রতিহত করতে ও যুল্‌ম থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। এরপরও মূসা (আলাইহিস সালাম) গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করে বলেন,

﴿قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ○ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾

"এটা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। 'হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছি; কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি আরো বলেন, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।"[২]

এর দ্বারা বোঝা যায়, মূসা (আলাইহিস সালাম) তার এক অনিচ্ছাকৃত আঘাতে একটি কাফির কিবতীর প্রাণনাশ হওয়ায় লজ্জিত ও আফসোসে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন, যদিও ঐ কিবতী ছিল বানী ইসরা-ঈলের ওপর যুল্‌মকারী। তিনি এই ঘটনাকে শয়তানের প্ররোচনার ফল বলে আখ্যায়িত করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, এর মাধ্যমে তিনি নিজের ওপরই যুল্‌ম করেছেন। তাই তিনি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং খালেসভাবে তাওবাহ্ করেন।

হাসান আল-বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে সময় মূসা (আলাইহিস সালাম) ঐ কিবতীকে আঘাত করেছিলেন, সে সময় কাফিরকে হত্যা করা বৈধ ছিল না। কারণ সে সময়টি ছিল যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার সময়কাল।[৩]

এই ঘটনাতে আমাদের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে, যা গভীরভাবে চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

১. মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা সংঘটিত হত্যাটি ছিল সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশতঃ; এটি কোনোভাবেই ইচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না।

২. নিহত ব্যক্তি কাফির ও মুশরিক হওয়ার পাশাপাশি একজন জালেমও ছিল, যে একজন ইসরা-ঈলি মুসলিমের ওপর সীমালঙ্ঘন করছিল। তবুও তার অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর জন্য মূসা (আলাইহিস সালাম) নিজেকে দায়ী মনে করেছেন এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

৩. নিহত ব্যক্তিটি বানী ইসরা-ইলের কঠোর শত্রু গোত্রের ছিল। তারা বানী ইসরা-ঈলের ছেলে সন্তানদের হত্যা করেছিল এবং নারীদের জীবিত রেখেছিল।

৪. মূসা (আলাইহিস সালাম) এ অবস্থায় কিবতীকে হত্যা করা শয়তানের কাজ বলে গণ্য করেছেন। কেননা শয়তান বানু আদমের প্রকাশ্য শত্রু। তাদের সঠিক পথ হতে বিচ্যুতকারী।

৫. মূসা (আলাইহিস সালাম) নিজের কর্মকে যুল্‌ম হিসেবে গন্য করেছেন। এজন্য তিনি দু'আ করে বলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾

"হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছি; কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

৬. তিনি বুঝেছিলেন, এটি একটি গুরুতর ভুল, যার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। তাই তিনি বলেন, ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৭. তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট অঙ্গীকার করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কখনোই অপরাধ ও পাপের কাজে কাউকে সাহায্য করবেন না। এ অঙ্গীকারই প্রতিফলিত হয়েছে তার সেই প্রার্থনায়,

﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾

"হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।"

এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম কখনোই অবৈধ হত্যাকে জিহাদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না; বরং ন্যায়, সংযম ও মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকেই প্রতিটি কাজ সম্পাদন করাই ইসলামের মূল শিক্ষা।

---

[১] *তাফসীরুত ত্বাবারী- ১৮/১৮৯-১৯০; তাফসীরুল কাসেমী- ১২/৪৬৯৯।*
[২] *সূরা আল-ক্বাসাস: ১৫-১৭; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ২/৪২।*
[৩] *তাফসীর কুরতুবী- ১৩/১৭৩; তাফসীরুল কাসেমী- ১২/৪৬৯৯।*

الأحداث الجارية / সাময়িক প্রসঙ্গ

ঈদ উৎসব

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির বারতা ইসলামেই নিহিত আছে। ইসলামের উৎসবসমূহ সেই মানদণ্ডে মানুষকে পরিশীলিত আনন্দ দান করে। নগ্নতা, বেহায়াপনার সামান্যতম শ্লেষ সম্পর্ক এর মধ্যে নেই। আর যদি তা হয়; সেটি কোনোভাবেই ইসলামি উৎসব নয়।

ইসলামে উৎসব এমন আনন্দের দিন যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। এতে রয়েছে প্রাণঢালা আত্মনিবেদন, 'ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা। এই আনন্দের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে তা হলো মুসলিম সমাজের ঐক্যের প্রকাশ ঘটায়। কুরআন ও সহীহ হাদীসের বর্ণনা মতে, ইসলামে মূলতঃ দু'টি ঈদকে ঘিরে উৎসব আবর্তিত হয়। তন্মধ্যে একটি হলো ঈদুল ফিত্‌র, আর অন্যটি ঈদুল আয্‌হা।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ইসলামে উৎসব শুধু আনন্দ-উল্লাসের দিন নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। দিনটি 'ইবাদত বৃদ্ধি এবং মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করার দিন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র রিওয়ায়াত সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, জাহিলিয়াত যুগে মদীনাবাসীর দু'টি উৎসবের দিন ছিল যাতে তারা খেলাধূলা করত। রাসূল (ﷺ) তৎশ্রবনে বললেন– "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের সেই দু'দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন– ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌র।" এতে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে নির্ধারিত উৎসব কেবল এই দু'টি ঈদ। কিন্তু আমাদের সমাজে ভিন্ন চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। নবীর জন্মদিনকে বিভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীরা মহাউৎসব হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা তিন মাস-ছয় মাস ব্যাপী "ঈদ-ই মিলাদুন্ নবী" পালন করে থাকে। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে সিনেমা, নাটক মঞ্চস্থ ও দৌড়-ঝাঁপ, হয়ে থাকে। তা কোনোভাবেই উৎসব কেন্দ্রিক নয়। এতে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহই হয়ে থাকে।

ঈদ-উল-ফিত্‌রের পর আমাদের দোরগড়ায় হাজির কুরবানির ঈদ "ঈদ-উল-আয্‌হা"। বছর ঘুরে ফিরে আসা এই দিনটি শুধু একটি উৎসব নয়, এটি একটি গভীর অনুভূতির নাম। এক অনির্বচনীয় আনন্দের নাম, যা লুকিয়ে আছে মহান ত্যাগের মধ্যে। এ যেন এক বৈপরীত্যের ঝলমলে সৌন্দর্য। প্রমাণ করে ত্যাগের মধ্যেই আনন্দ। হারানোর মধ্যেই প্রাপ্তি। অসাধারণ এক গন্তব্যের প্রস্তুতি।

ঈদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় এক মহান ইতিহাস। এক নবীর, এক পিতার এক অসাধারণ আত্মসমর্পনের প্রপঞ্চ। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর অনন্য কুরবানির কাহিনী। এ কাহিনী কেবল অতীতের কোনো ঘটনা নয়। এটি আজও জীবন্ত, প্রতিজন হজ্জ যাত্রীর পদচারণায়, প্রতিটি কুরবানির পশুর সামনে দাঁড়ানো মানুষের হৃদয়ে, প্রতিটি তাকবিরের ধ্বনিতে।

ঈদের মাধ্যমে মহান প্রভুর নৈকট্য অর্জনের উপায় বাতলানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ঈদ মুসলমানদের পারস্পারিক ভালোবাসা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে। নারীদের সাথে নিয়ে ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়ার তাগিদ আমাদের অনুপ্রাণীত করে। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী তাঁদের বাদ দিয়ে আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। আর তা পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে আনন্দ মূখর পরিবেশ রচনার জন্য নারীদের সঙ্গে রাখা অপরিহার্য। নারীরা ঋতুবতী থাকা অবস্থায় ঈদগাহে গমন করে আনন্দে শরীক হবেন– কতই না আনন্দের বিষয়!

সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও সমাজে প্রবল অনীহা পরিদৃষ্ট হয় –যা কখনও কাম্য হতে পারে না।

বস্তুতঃ ঈদ মুসলমানদের জন্য আনন্দের দিন। ইসলাম অবশ্য অন্যান্য বৈধ আনন্দকেও অনুমোদন দিয়েছে। ঈদের দিন কিছু হাবশি যুবক মসজিদে খেলাধুলা করছিল। রাসূল (ﷺ) তার অনুমতি দেন এবং এটি আনন্দের অংশ বলে উল্লেখ করেন। দফ বাজিয়ে আরবি গীত-সঙ্গীত ও আনন্দের অংশ হিসেবে পরিগণিত।

সুতরাং আমাদের উচিত কুরআনুল কারীমের আলোকে ও বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে নির্মল আনন্দ প্রতিপালনই হচ্ছে ঈদুল আযহার উৎসব। আর এই উৎসব মু'মিনের জীবনকে ধন্য করে। অনন্তকালের সুখ লাভের পথকে সহজ করে তোলে।

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন:

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইব্‌নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ*

[নবম (শেষ) পর্ব]

ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য: ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রশংসায় জীবনচরিতগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেন। এ সকল মন্তব্য থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি একজন উঁচুমানের 'আলিম, সমালোচক ও লেখক ছিলেন। যা তাঁকে দুনিয়া বিমুখতা ও আল্লাহ ভীতি ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত করেছিল।

১. ইবনু খাল্লিকান (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

كان علّامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. صنف في فنون عديدة، وكتبه أكثر من أن تعدّ.

'তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ 'আলেম, হাদীসের ইমাম, গঠনমূলক যাদুকরী সমালোচক, বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা এবং অসংখ্য লেখনী যার জীবনে সজ্জিভূত।'[১]

২. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

الواعظ المتفنن، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار والتاريخ وغير ذلك. وعظ من صغره، وفاق فيه الأقران، ونظم الشعر المليح، وكتب بخطه ما لا يوصف، ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه.

'ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) ছিলেন সুবক্তা, তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বিভিন্ন কিতাবের লেখক যেমন, তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও ইতিহাস আরো অন্যান্য ছোট বয়স থেকেই তিনি ওয়াজ করতেন এবং তিনি তার সমসাময়ীক সকল বিদ্যানগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি চমকপ্রদ কবিতা রচনা করতেন, তিনি অসংখ্য বই লেখেছেন যা বর্ণনা তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ্ ও ইতিহাস বিষয়ে অপ্রতিরোধ্য অসংখ্য উক্তির ধারক এবং অদ্বিতীয় প্রশংসার অধিকারী একজন সংকলক।'[২]

৩. 'ইমামুদ্দীন আল-ইস্পাহানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

واعظ، صنيع العبارة، بديع الإشارة، مولع بالتجنيس في لفظه، والتأنيس في وعظه، وله من القلوب قبولها، حسن الشمائل، قد مزجت من اللطافة والكياسة شمولها.

'তিনি ছিলেন সুবক্তা, শব্দ সংযোজন এবং প্রয়োগে প্রভ্যুৎপন্নমতী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত।'[৩]

৪. 'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

الإمام أبو الفرج ابن الجوزالبعدادى الحنبلى الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة أنواع العلوم من التفسير، والحديث، والفقه، والوعظ، والزهد، والتاريخ، وغير ذلك.

'ইমাম আবুল ফারায ইব্‌নুল জাওযী আল-বাগদাদী আল-হাম্বলী ওয়া'ঈয ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, বিভিন্ন বিষয় যেমন তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ্, ওয়া'ঈয, যুহ্‌দ, ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন।'[৪]

৫. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

كان مبرزًا في التفسير، وفي الوعظ، وفي التاريخ، ومتوسطًا في المذهب، وفي الحديث، اطلاع تام على متونه، وأما

**প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।*

[১] *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১।

[২] *আল-'ইবার*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

[৩] 'ইমামুদ্দীন আল-ইস্পাহানী, *জারীদাতুল কাস্‌র ওয়া জারীদাতুল 'আসর*, ১ম খণ্ড (কায়রো: লাজনাতুত্‌-তা'লীফ ওয়াত্‌তারজামাহ্, তা. বি.), পৃ. ২৬১।

[৪] 'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন* (কাহিরাহ্: মাকতাবাতু ওয়াহ্‌বাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৬১।

الكلام على صحيحة وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين.

'তিনি তাফসীর, ইতিহাস, বক্তৃতার ক্ষেত্রে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাদীস ও মাযহাবের মধ্যে সমন্বয়কারী, হাদীসের মতন সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত ছিলেন। তার সহীহ ও দূর্বলতার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের যেমন কোনো আগ্রহ নেই, তেমনি দক্ষ হাফিযগণের সমালোচনা নেই।'[১]

৬. আবুল মিযফার সিব্‌তি ইব্‌নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

كان زاهدا في الدنيا، متقللا منها، وكانيختم القرآن في كل سبعة أيام، ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلس، وما مازح أحدا قط، ولا لعب مع صبي، ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها، وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله.

'তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, স্বল্পেতুষ্ট, সপ্তাহান্তে একবার আল-কুরআন খতমকারী, জুমু'আর নামায এবং আলোচনা সভা ব্যতীত গৃহ থেকে বের হতেন না। তিনি কখনো মজা করতেন না, কখনও বাচ্চাদের সাথে খেলা করেননি। তিনি হালাল নিশ্চিত না হয়ে খাবার গ্রহণ করতে না। এভাবেই তিনি আমৃত্যু নিয়মাবলী মেনে চলেছেন।'[২]

৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহবী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

وَكَانَ رَأْساً فِي التَّذْكِيرِ بِلَا مدَافعَة، يَقُوْلُ النَّظم الرَّائِق، وَالنّثر الفَائِق بديهًا، وَيُسهِب، وَيُعجِب، وَيُطرِب، وَيُطنِب، لَمْ يَأْت قَبْله وَلَا بَعْدَهُ مِثْله، فَهُوَ حَامِل لوَاء الْوَعْظ، وَالقَيِّم بِفنونه، مَعَ الشّكل الحَسَن، وَالصّوت الطّيب، وَالوقع فِيْ النُّفُوْس، وَحُسْن السِّيْرَة، وَكَانَ بَحْرًا فِيْ التَّفْسِيْر، علَّامَة فِيْ السّير وَالتَّارِيْخ، مَوْصُوفًا بِحسن الحَدِيْث، وَمَعْرِفَة فُنونه.

'নির্বিঘ্নে ইবনুল জাওযী ছিলেন আলোচনার তুঙ্গে। তিনি অভিনব চন্দ্র ও উন্নত গদ্যের অধিকারী ছিলেন। অভাবনীয়ভাবে সংক্ষেপ করণ ও বিস্তৃতি করণে তাঁর আগে ও পরে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। উন্নত চরিত্র, মানব মনে প্রভাব বিস্তারকারী সুন্দর আকৃতি, সুললিত কণ্ঠ, বহুমাত্রিক জ্ঞান ও বক্তৃতার অধিকারী ছিলেন ইবনুল জওযী। তিনি তাফসীর বিষয়ক জ্ঞানের সাগর, মহান ঐতিহাসিক, সুন্দর ভাষার অধিকারী, বহু বিষয়ের জ্ঞানী ও ফকীহ ছিলেন।'[৩]

৮. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

ووعظ من صغره وفاق فيه الأقران، ونظم الشعر المليح، وكتب بخطّه ما لا يوصف، ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه.وحكي غير مرّة أن مجلسه حزر بمائة ألف، وحضر مجلسه الخليفة المستضيء مرّاتمن وراء الستر.

'ইবনুল জাওযী বাল্যকাল থেকেই ওয়ায করতেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমসাময়িক ওয়ায়িযগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি চমকপ্রদ কবিতা রচনা করেন, তিনি এতো লিখেছেন যে, যা সংজ্ঞায়িত করা খুবই দুস্কর। তাঁর সমসাময়িককালে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানী ও গ্রহণযোগ্য অপর কেউ ছিল না। বর্ণিত আছে যে, তাঁর ওয়ায মজলিশে স্বয়ং খলীফা আল-মুস্‌তাযা একাধিকবার ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন।[৪]

৯. ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

أَحَدُ أَفْرَادِ الْعُلَمَاءِ، برز في علوم كثيرة، وانفرد بها عن غيره، وَجَمَعَ الْمُصَنَّفَاتِ الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ مصنف، وكتب بيده نحوا من مائتي مُجَلَّدَةٍ، وَتَفَرَّدَ بِفَنِّ الْوَعْظِ الَّذِي لَمْ يُسْبَقْ إليه.

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

[২] আবুল মিযফার সিব্‌তি ইবনুল জাওযী, *মির'আতুয্-যামান*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৫২ খ্রি.), পৃ. ৩১১।

[৩] *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ২১শ খণ্ড, الْإِخْلَاصُ فِي اللُّغَةِ تَرْكُ الرِّيَا وَفِي الْإِصْطِلَاحِ تَخْلِيْصُ الْقَلْبِ عَنْ شَائِبَةِ الشَّوْبِ يَعْنِيْ خَلْطَةِ الرِّيَا وَالسُّمْعَةِ اَلْمُكَدِّرِ لِصِفَاتِهِ، وَالْإِخْلَاصُ هُوَ الْإِحْسَانُ الْمُعَبَّرُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنْ, পৃ. ৩৬৭।

[৪] *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, الْإِخْلَاصُ فِي اللُّغَةِ تَرْكُ الرِّيَا وَفِي الْإِصْطِلَاحِ تَخْلِيْصُ الْقَلْبِ عَنْ شَائِبَةِ الشَّوْبِ يَعْنِيْ خَلْطَةِ الرِّيَا وَالسُّمْعَةِ اَلْمُكَدِّرِ لِصِفَاتِهِ، وَالْإِخْلَاصُ هُوَ الْإِحْسَانُ الْمُعَبَّرُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنْ, পৃ. ৫৩৮।

'বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রেক্ষিতে ইবনুল জাওযীর অবস্থান সমসাময়িক আলিম সমাজে ব্যতিক্রম। তিনি ছোট বড় তিনশ'র ন্যায় গ্রন্থের সংকলক ও প্রণেতা। নিজ হাতে লিখেছেন দু'শত খণ্ডের মতো। ওয়ায নসীহাতের ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।'[১]

১০. ইবনু তাগরী বারদী (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনুল জাওযীর প্রতিভা, মর্যাদা ও স্মরণশক্তিতে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যে, তা লিখে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না।[২]

১১. ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনুল জাওযীর বক্তৃতা এত বেশি আকর্ষনীয়, ভাষায় অলংকৃত ছিল যে, তাঁর একেকটি ওয়াযে লক্ষাধিক মানুষ জমায়েত হতো।[৩]

১২. ওয়াহীদ উদ্দীন খান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাঁর ওয়ায-মাহফিলে বাদশাহ, খলীফা, মন্ত্রী ও বড় বড় আলেম, ধনী-গরীবসহ সকল শ্রেণীর মানুষ গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে উপস্থিত হতো। কখনও কখনও তাঁর মাহফিলে উপস্থিতির সংখ্যা একলক্ষ ছাড়িয়ে যেত।[৪]

১৩. ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, বক্তৃতায় তাঁর বাকরীতি প্রাঞ্জল ও অলংকারিক বাক্য বিন্যাস, ভাষার মাধুর্য্যতা ও লালিত্য, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, সূক্ষ্ম বিষয়কে দ্রুত সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপনা ছিল অতুলনীয় ও অপূর্ব।[৫]

১৪. সিদ্দিক হাসান আল-কানূজী তার তাজুল মুকাল্লাল গ্রন্থে বলেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি ইসলামের স্তম্ভের অন্যতম খুটি, অহংকারীদের অহংকার, দিনে-রাতে উত্তম কাজ সম্পন্নকারী, পবিত্র সুন্নাহর সাহায্যকারী, মুফাস্সিরদের মুফাস্সির, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বিদ'আতীদের আতংক, মাযহাবী মুকাল্লিদের ঘৃনাকারী, সহীহ ও য'ঈফ হাদীসের পণ্ডিত, জারাহ ওয়াত তা'দীলের ইমাম, বড় বড় ইমামের ইমাম, মহা ওয়া'য়িয, ভাষাবীদ, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট কবি।[৬]

মৃত্যু ও দাফন : ইবনুল জাওযী জীবনের শেষভাগে হিংসুক পরশ্রীকাতর কতিপয় শত্রুভাবাপন্ন লোকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন।[৭] তিনি 'আব্দুল কাদির জিলানীর (মৃত্যু: ৫৬১ হি.) অনুসারী না হওয়ায় তাঁর এবং 'আব্দুল কাদির জিলানীর নাতিদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধের সৃষ্টি হয়।[৮] এছাড়া উযীর ইবনু ইউনুস-এর শাসনামলে 'আব্দুল কাদির জিলানীর নাতি আর-রুক্ন আব্দুস সালাম-এর 'আক্বীদার ব্যাপার সমালোচিত কতিপয় পুস্তক ইবনুল জাওযীর নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলা হয়[৯] এবং তাঁর দাদার মাদ্রাসার দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে সে দায়িত্ব ইবনুল জাওযীর ওপর অর্পণ করা হয়।[১০] এতে তিনি ইবনুল জাওযীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেন এবং তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। এহেন প্রতিকুল অবস্থায় তাঁদের সমর্থক ইবনুল কাস্সাব যখন উযীর হন তখন তাঁরা খলীফা আন-নাসির (৫৭৫-৬২২ হি.) ও উযীরকে ইবনুল জাওযী সম্পর্কে ভুল বুঝান এবং তাঁকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁদেরকে প্ররোচিত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হন। ফলশ্রুতিতে ইব্নুল জাওযীকে বন্দী করার দায়িত্ব আর-রুক্ন 'আব্দুস সালামের ওপর অর্পণ করা হয়। তিনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাঁকে বন্দী করে নৌযানে ওয়াসিত শহরে নিয়ে আসেন।[১১] সেখানে আর-রুক্ন প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ওয়াসিত এর গভর্ণরের নিকট তাকে মাতমূরায়[১২] নিক্ষেপ করার অনুমতি চান। ওয়াসিতের গর্ভনর এতে অস্বীকৃতি জানান এবং রাগান্বিত হয়ে তাঁকে ভৎর্সনা করেন। এরপর তিনি বাগদাদ চলে যান।[১৩]

---

[১] *আল-বিদায়াহ ওয়া-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, اَلْإِخْلَاصُ فِي اللُّغَةِ تَرْكُ الرِّيَا وَفِي الْإِصْطِلَاحِ تَخْلِيْصُ الْقَلْبِ عَنْ شَائِبَةِ الشَّوْبِ يَعْنِيْ خَلْطَةِ الرِّيَا وَالسُّمْعَةِ اَلْمُكَدِّرِ لِصِفَاتِهِ، وَالْإِخْلَاصُ هُوَ الْإِحْسَانُ الْمُعَبِّرُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنْ, পৃ. ৩৫।

[২] *আন-নুজুম আয-যাহিরাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

[৩] ইবনুল জাওযী- পৃ. ১৫৭।

[৪] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭০; *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯; তারীখে দা'ওয়াত ও *'আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০৬।

[৫] *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

[৬] *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ১৫৯।

[৭] *আয-যিরিকলী*, *আল-আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

[৮] *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭; *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ৫৩।

[৯] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

[১০] ইবনুল জাওযী, *নাওয়াসিখুল কুরআন*, পৃ. ৪১; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

[১১] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ৫৩; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; ইব্নুল জাওযী, *নাওয়াসিখুল কুরআন*, পৃ. ৪১-৪২।

[১২] মাতমূরা: জেলখানার অথবা মাটির নীচে একটি নির্দিষ্ট জায়গা। দ্র. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ২য় খণ্ড (কায়রো: ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৫৮৬।

[১৩] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ৫৩-৫৪; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৯।

ইব্নুল জাওযীকে ওয়াসিতের জেলখানার একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। সেখানে তিনি বৃদ্ধ বয়সে রান্না বান্না, কাপড়-চোপড় পরিস্কার করা সহ যাবতীয় কাজ নিজেই করতেন। এভাবে অমানবিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি জেলখানায় অতিবাহিত করেন।[১] তিনি জেলখানায় থাকাকালে তাঁর ছেলে ইউসুফ বাল্যকালেই ওয়াযে মনোনিবেশ করেন এবং প্রচুর সুনাম অর্জন করেন।[২] এতে খলীফার মায়ের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ায় খলীফার মায়ের সুপারিশে শেষ পর্যন্ত ইব্নুল জাওযীকে ৫৯৫ হিজরিতে[৩] জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এরপর তিনি বাগদাদে চলে আসেন।[৪] জেলখানা থেকে বের হওয়ার পর ইব্নুল জাওযী বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। তিনি পাঁচদিন রোগ ভোগের পর ৮৭ বছর বয়সে ৫৯৭ হিজরির ১৩ রমাযান জুমু'আর রাতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[৫]

তাঁর ইন্তিকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা বাগদাদবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে এবং শহরের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়।[৬] গোসলের পর তাঁর লাশ জামি' আল মানসূরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সালাতুল জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।[৭] তাঁর ছেলে আবুল কাসিম আলী সালাতুল জানাযার ইমামতি করেন।[৮] সালাতুল জানাযা শেষে তাঁকে বাবে হারবের কবরস্থানে ইমাম আহমাদ এর কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়। সেদিন এত বিপুল সংখ্যক লোক সমাগম হয়েছিল যে, কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না এবং প্রচণ্ড ভীড় ও গরমের কারণে অনেক লোক রোযা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেকে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য পানিতে নেমেছিলেন।[৯] তাঁর প্রতি শোকাভিভূত বাগদাদবাসীর এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে, বহুলোক তাঁর কবরের পাশে বসে কুরআন পড়তে পড়তে গোটা রমাযান মাস কাটিয়ে দেয়।[১০] তিনি তাঁর কবরে কবিতার নিম্নোক্ত অংশটুকু লেখার জন্য ওয়াসিত করেন:

ياكثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو ال صفح عن جرم يديه، انا ضيف وجزاء ال ضيف إحسان اليه.

অর্থ: যার অপরাধ অধিক হয়েছে তাকে ক্ষমা করো ওহে অধিক ক্ষমাশীল! তোমার নিকট একজন অপরাধী এসেছে যে তার অপরাধের ক্ষমা প্রত্যাশা করে। (আজ) আমি অতিথি আর অতিথির প্রতিদান হচ্ছে তার প্রতি সদাচারণ ও দয়া করা।[১১] *[সমাপ্ত]*

---

[১] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৯।

[২] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ৫৪।

[৩] *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; *আল-ইয়া'ফী, মিরআতুয্ যামান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান*, ৩য় খণ্ড (হায়দারাবাদ: দাক্ষিণাত্য, ১৩৩৮ হি.), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩।

[৪] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ৫৪।

[৫] *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ৫৪; *তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১; *আল কামিল*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫; *আয-যিরিকলী*, *আল-আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬; মুসতাফা ইবন আব্দিল্লাহ হাজী খালীফাহ, *কাশফুয যুনূন ফী আসমাইল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, ১ম খণ্ড (করাচী: নূর মুহাম্মাদ কারখানা তিজারাতি কুতুব, তা. বি.), পৃ. ১৭; *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩১; *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯১০; *আন-নুজূমুয-যাহিরাহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

[৬] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১।

[৭] *তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ৫৪-৫৫।

[৮] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ৫৪।

[৯] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; *আল-বিদায়াহ-ওয়ান-নিহায়াহ্*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০।

[১০] *তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১; *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ৫৫।

[১১] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৮০; *আল-বিদায়াহ-ওয়ান-নিহায়াহ্*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০; ইবন রজব, *আয-যায়ল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

قصص القرآن / ক্বাসাসুল কুরআন

আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে কুরবানী

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে কুরবানীর সূচনা হয় তাঁর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীলের মাধ্যমে, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ○ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ﴾

"আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। তাদের একজন বলে, 'আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অন্যজন বলে, 'আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না। কেননা আমি তো ভয় করি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহকে। আমি চাই, তুমি বহন করো আমার ও তোমার গুনাহর বোঝা, তারপর তুমি জাহান্নামবাসীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। এটাই হলো অত্যাচারীদের শাস্তি। তারপর তার প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করার উস্কানি দিলো এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল তাকে দেখাবার জন্য যে, কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে। সে বলল– হায়! আমি কি হলাম এ কাকের মতোও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ লুকাতে পারি? তারপর সে অনুতাপ করতে লাগল!"[১৩০]

আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে তাঁর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীলের কুরবানীর ঘটনাটি নিম্নরূপ:

যখন আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং তাঁদের সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-এর প্রতি গর্ভ থেকে জোড়া জোড়া (জমযা) অর্থাৎ- একসাথে একটি পুত্র ও একটি কন্যা –এরূপ জমযা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কেবল শীস (আলাইহিস সালাম) ব্যতিরেকে। কারণ, তিনি একা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখন ভাই-বোন ছাড়া আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আর কোনো সন্তান ছিল না। অথচ ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হবে হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য সম্পর্ক প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারীণী কন্যা সহোদরা বোন হিসেবে গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। সুতরাং সে সময় আদম (আলাইহিস সালাম) একটি জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে কাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে ছিল পরমা সুন্দরী। তার নাম ছিল ইকলিমা। কিন্তু হাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে দেখতে ততটা সুন্দরী ছিল না। সে ছিল কুশ্রী ও কদাকার। তার নাম ছিল লিওযা। বিবাহের সময় হলে শরয়ী' নিয়মানুযায়ী হাবীলের সহোদরা কুশ্রী বোন কাবীলের ভাগে পড়ে। ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) যখন লিওযাকে কাবীলের সাথে বিবাহ দিতে চান, তখন কাবীল তা প্রত্যাখ্যান করে জেদ ধরে বলে, 'আমার সহজাত বোনকেই আমি বিয়ে করব। কেননা, আমি আমার এ জুড়ি বোনের বেশি হক্বদার।' কিন্তু আদম (আলাইহিস সালাম)

[১৩০] *সূরা আল-মায়িদাহ:* ২৭-৩১।

তৎকালীন শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবীলের আবদার প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তাঁর নির্দেশ মানতে বলেন।

কিন্তু সে মানেনি। এবার তিনি তাকে বকাঝকা করেন। সে তাঁর বকাঝকায়ও কান দেয় না। অবশেষে আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর এ দু'সন্তান হাবীল ও কাবীলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা উভয়ে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করো, যার কুরবানী গৃহীত হবে, তার সাথেই ইকলীমার বিয়ে দেয়া হবে।' সে সময়ে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে সে কুরবানীকে পুড়ে ফেলত। আর যার কুরবানী কবুল হতো না তারটা পড়ে থাকত। যাহোক, তাঁদের কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো– কাবীল ছিল চাষী। তাই তিনি গমের শীষ থেকে ভালো ভালো মালগুলো বের করে এবং বাজে মালগুলোর একটি আঁটি কুরবানীর জন্য পেশ করে। আর হাবীল ছিল পশুপালনকারী। তাই সে তার জন্তুর মধ্য থেকে সবচেয়ে সেরা একটি দুম্বা কুরবানীর জন্য পেশ করে। এরপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে আগুনের শিখা এসে হাবীলের কুরবানীটি পুড়ে ভস্মিত করে দেয়। ফতহুল ক্বাদীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাবীলের পেশকৃত দুম্বাটি জান্নাতে ওঠিয়ে নেয়া হয় এবং তা জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে। অবশেষে ইসমা'ঈল যাবিহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)-কে সে দুম্বাটি পাঠিয়ে বাঁচিয়ে দেয়া হয়। আর কাবীলের কুরবানী যথাস্থানেই পড়ে থাকে। অর্থাৎ- হাবীলেরটি গৃহীত হলো আর কাবীলেরটি হলো না। কিন্তু কাবীল এ আসমানী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। সে আত্মসংবরণ করতে না পেড়ে প্রকাশ্যে তার ভাইকে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করে, এতে কাবীলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে ওঠেছিল। হাবীল বলেছিল, 'তিনি মুত্তাক্বীর কাজই গ্রহণ করেন। সুতরাং তুমি তাক্বওয়ার কাজই গ্রহণ করো। তুমি তাক্বওয়া অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হতো। তুমি তা করোনি, তাই তোমার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কোথায়?... তবুও এক পর্যায়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করে।[১৩১]

[১৩১] *তাফসীরে দুররে মনসূর; ফতহুল বায়ান- ৩/৪৫ ও ফতহুল ক্বাদীর- ২/২৮-২৯।*

কুরআনে বর্ণিত হাবীল ও কাবীল কর্তৃক সম্পাদিত কুরবানীর এ ঘটনা থেকেই মূলত কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, কুরবানীদাতা 'হাবীল', যিনি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি সুন্দর দুম্বা কুরবানী হিসেবে পেশ করেন। ফলে তার কুরবানী কবুল হয়। পক্ষান্তরে কাবীল, সে অমনোযোগী অবস্থায় কিছু খাদ্যশস্য কুরবানী হিসেবে পেশ করে। ফলে তার কুরবানী কবুল হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো কুরবানী মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া কবুল হয় না। এরপর থেকে বিগত সকল উম্মতের ওপরে এটা জারি ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ أَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ﴾

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা এ পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ জন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিয্ক নির্ধারণ করেছেন। অতএব তোমাদের প্রভু তো কেবল একজনই তারই জন্য আত্মসমর্পণ করো আর বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও।"[১৩২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসাফী ও যামাখশারী বলেছেন, 'আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে মুহাম্মদ (ﷺ) পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যলাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন।[১৩৩]

আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে তাঁরই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর পর থেকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত কুরবানী চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর ইতিহাস ততটা প্রাচীন যতটা প্রাচীন দ্বীন-ধর্ম অথবা মানবজাতির ইতিহাস। মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যত শরীয়ত নাযিল হয়েছে, প্রত্যেক শরীয়তের মধ্যে কুরবানী করার বিধান চালু ছিল। প্রত্যেক উম্মতের 'ইবাদতের একটা অপরিহার্য অংশ ছিল কুরবানী। কিন্তু সেসব কুরবানীর কোনো বর্ণনা কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মূলত সেসব কুরবানীর নিয়ম-কানুন আমাদেরকে জানানো হয়নি।

[১৩২] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩৪।*
[১৩৩] *তাফসীরে নাসাফী- ৩/৭৯; কাশশাফ- ২/৩৩।*

العمل الصحيح / বিশুদ্ধ আমল

কুরবানী একটি ‘ইবাদত

জান্নাতুল মহল*

কুরবানী যার অর্থ নৈকট্য। কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। যা ইসলামের একটি প্রতীক বা চিহ্ন। যাতে তাওহীদবাদীদের নেতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাহ জীবিত হয়। যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত যা পালন করতে হয় ১০ যিলহাজ্জ থেকে ১৩ যিলহাজ্জ সময়ের মধ্যে। অতএব, কুরবানী নির্দিষ্ট মাস, নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ‘ইবাদত।

কুরবানীদাতার উচিত, হৃদয় বিশুদ্ধ করে লোকপ্রদর্শন থেকে দূরে থেকে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা। যা রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অপরিহার্য। সুতরাং মহান আল্লাহর তাওহীদ ‘একত্ববাদ’ প্রতিষ্ঠায় কুরবানী একটি উল্লেখযোগ্য ‘ইবাদত, যা অবশ্যই এক বড় নেক ‘আমল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾

“আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানীর) নিয়ম করে দিয়েছি। তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিয্ক দেয়া হয়েছে সেগুলোর ওপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, (এই বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কিন্তু এক– আল্লাহর নির্দেশ পালন), কারণ তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য, কাজেই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো আর সুসংবাদ দাও সেই বিনীতদেরকে।”[১]

নবী (ﷺ) বলেছেন, ‘দিনগুলোর মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট সর্বমহান দিন হলো, নাহরের (কুরবানীর) দিন।’[২]

বারা ইবনু ‘আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ঈদের সালাতের পর কুরবানীর পশু যবেহ করল তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো ও সে মুসলিমদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল।’[৩]

কুরবানীদাতার কর্তব্য

১. চুল- নখ না কাটা: সহীহ হাদীসে বর্ণিত,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: “তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেয়ার নিয়ত করেছে, তারা যেন যিলহাজ্জের চাঁদ উঠার পর হতে কুরবানী সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ব-স্ব চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।”[৪]

আবূ দাঊদ ও সুনানু নাসায়ীতে (দুর্বল হাদীসে) যারা কুরবানী করার সামর্থ্য রাখেন না তারাও চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানী না হওয়া পর্যন্ত চুল, নখ প্রভৃতি কাটা থেকে বিরত থেকে সাওয়াব নিতে পারেন। হাদীসটি য‘ঈফ হলেও কোনো কোনো মুহাদ্দিস এটিকে ‘আমলযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।

২. নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হতে একটি পশু কুরবানী দেয়া: ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘রাসূল (ﷺ) শিংওয়ালা একটি সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, অতঃপর বললেন, “মহান আল্লাহর নামে কুরবানী করছি, হে আল্লাহ! কবুল করো মুহাম্মদের পক্ষ হতে, তার পরিবারের পক্ষ হতে ও তার উম্মাতের পক্ষ হতো” এরপর ঐ দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন।[৫]

অতএব, একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট।

কুরবানীর শর্তাবলী: কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে, যে শর্ত পূরণ না হলে কুরবানী শুদ্ধ হবে না। যেমন- **১)** কুরবানীর পশু যেন হালাল চতুষ্পদ নির্দিষ্ট জন্তু হয়। **২)** কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হতে হবে। **৩)** শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের পশু যেন হয়– **ক)** উটের বয়স কমপক্ষে যেন ৫ বছর হয়। **খ)** গরুর বয়স কমপক্ষে যেন ২ বছর হয়। **গ)** ছাগলের বা ভেড়ার বয়স যেন কমপক্ষে ১ বছর হয়। **৪)** কুরবানীর পশু যেন ত্রুটিমুক্ত হয় (ত্রুটিগুলো হলো– খোঁড়া, কানা, রোগী ও জীর্ণ-শীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা)।[৬]

---

* *দাঈ‘ ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।*

[১] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩৪।*

[২] *সহীহ আবূ দাঊদ- অধ্যায়- হাজ্জ, হা. ১৭৬৫।*

[৩] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

[৪] *সহীহ মুসলিম- ৩/১৫৬৫-১৫৬৬।*

[৫] *সহীহ মুসলিম।*

[৬] *জামে‘ আত্ তিরমিযী; ফিকহুস সুন্নাহ।*

যবেহর বিধি-বিধান

ইসলামী শরীয়াতে হালাল পশুর মাংস হালাল রাখার জন্য নানা বিধি-বিধান রয়েছে। এখানে বিশেষ করে কুরবানীর যবেহর বিধান উল্লেখ করা হলো।

১. কুরবানী যবেহ করার সময়: কুরবানী যবেহ করার সময় ঈদের দিন ১০ যিলহাজ্জ ঈদের সালাতের পর থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে ১৩ যিলহাজ্জের সূর্যাস্তের সাথে সাথে। অতএব, কুরবানী যবেহ করার সময় ৪ দিন (১০, ১১, ১২, ১৩)। ঈদের সালাতের আগে কুরবানী করলে কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

রাসূল (ﷺ) ঈদের খুতবাতে বলেছেন, 'এ দিনটি আমরা শুরু করব সালাত দিয়ে। অতঃপর, সালাত থেকে ফিরে আমরা কুরবানী করব। যে এমন 'আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর যে এর পূর্বে যবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশ্তের ব্যবস্থা করল। কুরবানীর কিছু আদায় হলো না।"[১]

২. ঈদের সালাত দেরী করে পড়া হলে অথবা সালাতই না পড়া হলে, দেখার বিষয় হলো সালাতের সময়: অর্থাৎ- সালাতের সময় পার হয়ে গেলে কুরবানী যবেহ করা যাবে, তাতে তা শহরে হোক অথবা পাড়াগ্রামে, কুরবানীদাতা গৃহবাসী হোক বা মুসাফির।

৩. দিনে-রাতে যে কোনো সময় যবেহ বৈধ: তবে রাতের তুলনায় দিনে যবেহ করাই উত্তম। অনুরূপভাবে পরবর্তী দিনের তুলনায় আগের তারিখে (১১'র তুলনায় ১০, ১২'র তুলনায় ১১ এবং ১৩'র তুলনায় ১২ তারিখে) কুরবানী বা যবেহ করা উত্তম।

৪. যে যবেহ করতে জানে ও পারে: তার নিজের কুরবানী নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। কেননা রাসূল (ﷺ) নিজ হাতে যবেহ করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه): أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ): ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, নবী (ﷺ) দুই শিংওয়ালা ধুসর বর্ণের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেন, যবেহ করার সময় তিনি 'বিস্মিল্লা-হ' এবং 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করেন এবং তিনি তার পা পশুর ঘাড়ের ওপর রাখেন।[২]

৫. শহর-বাজারে অথবা প্রবাসে যারা কসাই ভাড়া করে কুরবানী যবেহ করান: তাদেরকে সতর্কতার সাথে তা নির্বাচন করা প্রয়োজন। কারণ, হয়তো সে এমন লোক হতে পারে, যার হাতে যবেহ হালাল নয় কিংবা সে ইসলামের নিয়মই জানে না।

যবেহর নিয়মাবলী

⇨ সর্বপ্রথম ভালোভাবে ছুরি ধার (শান) দিয়ে নিন। ⇨ ছুরি চালানোর পূর্বে **'বিস্মিল্লা-হ'** বলুন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ: "কাজেই যাতে (যে পশু যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাও যদি তাঁর নিদর্শনাবলীতে তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।"[৩]

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾

"যাতে (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা অবশ্যই পাপাচার।"[৪]

মহানবী (ﷺ) বলেন, "যাতে রক্ত প্রবাহিত এবং যাতে মহান আল্লাহর নাম নেয়া হয় তা ভক্ষণ করো।"[৫]

- **'বিস্মিল্লা-হ'র সাথে 'আল্লাহু আকবর'** যুক্ত করা মুস্তাহাব। অবশ্য এর সঙ্গে কবূল করার দু'আ ছাড়া অন্য কিছু অতিরিক্ত করা বিধেয় নয়।
- **এরপর কবূল হওয়ার দু'আ:** (কুরবানী কেবল নিজের তরফ থেকে হলে) বলুন, 'বিস্মিল্লা-হি আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়া লাক, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নি।' (মহান আল্লাহর নামে যিনি সর্বমহান, নিশ্চয়ই এটা তোমার পক্ষে এবং তোমার জন্য, হে আল্লাহ! আমাকে কবূল করুন)।

নিজের এবং পরিবারের তরফ থেকে হলে বলুন, 'তাকাব্বাল মিন্নী ওয়ামিন আহলী বাইত' (অর্থ: আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে কবূল করুন)।

অপরের তরফ থেকে হলে বলুন, 'তাকাব্বাল মিন (কবূল করুন এখানে যার তরফ থেকে কুরবানী তার নাম নিন)- এর পক্ষ হতে।[৬]

- এই সময় নবী (ﷺ)-এর ওপর দরুদ পাঠ করা বিধেয় নয়; বরং বিদ'আত।[১] যেমন- 'বিস্মিল্লা-হির' সাথে 'আর

---

[১] *সহীহুল বুখারী।*
[২] *সহীহ আবূ দাউদ- হা. ২৭৯৪; আন্ নাসায়ী- হা. ৪৪১৮।*
[৩] *সূরা আল-আন'আম: ১১৮।*
[৪] *সূরা আল-আন'আম: ১২১।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৩৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৬৮।*
[৬] *মানাসিকুল হাজ্জ- আলবানী, ৩৬ পৃ.।*

'আর রহ্মা-নির রাহীম' যোগ করাও সুন্নত নয়। যেহেতু এ সম্বন্ধে কোনো দলিল নেই। যেমন- যবেহ করার লম্বা দু'আ 'ইন্নি ওয়া জ্জাহতু'-এর হাদীস য'ঈফ।[২]

কুরবানীর পশুর প্রতি অনুগ্রহ

পশুকে যবেহ করলেও তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের সাথে সাথে যবেহ করা আমাদের শরী'আতের নির্দেশ। মহানবী (ﷺ) বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর ওপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরি) করেছেন। সুতরাং যখন যবেহ করো তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ করো। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং যবেহর পশুকে আরাম দেয়া।[৩]

পক্ষান্তরে, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী গ্রহণ করুন:

১. পশুর চোখের সামনেই ছুরিতে ধার দিবেন না। **২.** একটি পশুর চোখের সামনে অন্যকে যবেহ করবেন না। **৩.** কঠোরতার সাথে টেনে হেঁচড়ে পশুকে যবেহর স্থানে নিয়ে যাবেন না। **৪.** প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে পশুর অন্য কোনো অঙ্গ কেটে কষ্ট দেয়া হারাম। যেমন ঘাড় মটকানো, পায়ের শিরা কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি জান যাওয়ার আগে বৈধ নয়।

কুরবানীর আনুষাঙ্গিক মাসায়েল

■ কুরবানীর পশু হারিয়ে গেলে– যদি তা কুরবানীদাতার অবহেলার কারণে না হয়, তাহলে সে দায়িত্ব মুক্ত থাকবে। অবশ্য তা ফিরে পেলে যখন তা পাবে তখনই যবেহ করতে হবে, যদিও কুরবানীর সময় পার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি তা নিজের অবহেলার কারণে হয়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য পশু কুরবানী করা জরুরি।

■ রাসূল (ﷺ) ঈদুল আযহার দিন সালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না।[৪] তিনি কুরবানী পশুর গোশ্ত দ্বারা ইফতার করতেন।[৫]

■ কুরবানীর জন্য কোন ধরনের পশু উত্তম?

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এমন শিং বিশিষ্ট মোটাতাজা দুম্বা কুরবানী করেছেন যার চোখ, মুখ ও পা কালো বর্ণের ছিল।[৬]

■ যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৭]

■ কুরবানীর কোনো কিছুই নষ্ট ও অপচয় করা যাবে না। প্রয়োজন মতো নিন এবং যা দান করার করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

অর্থ: "কাজেই তোমরা (নিজেরা) তাথেকে খাও আর দুস্থ অভাবীদের খাওয়াও।"[৮]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا.

"কুরবানীর গোশ্ত তোমরা খাও, সাদাক্বাহ্ করো এবং জমা করে রাখো।"[৯]

■ কসাইকে মজুরীস্বরূপ কুরবানীর গোশ্ত দেয়া যাবে না। উপহার দেয়া যাবে।[১০]

■ কুরবানীর কোনো অংশই বিক্রয় বৈধ নয়। তবে তার চামড়া বিক্রি করা যাবে।[১১] বিক্রির অর্থ শরী'আতের নির্দেশিত সাদাক্বার খাতসমূহে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

অর্থ: "সাদাক্বাহ্ হলো ফকীর, মিসকীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (ব্যয়ের জন্য) আর মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফর্য। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী।"[১২]

■ কুরবানীর রক্ত কোনো মঙ্গলের নিয়তে দেয়ালে বা গায়ে লাগালে শির্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

■ কিছু লোক আছে, যারা তাদের জীবনের শেষ অবস্থায় নিজের ছেলেদেরকে কিছু সম্পদ নির্দিষ্ট করে প্রত্যেক বছর কুরবানী করার অসিয়ত করে যায়। পক্ষান্তরে, তারা

---

[১] *আল-মুমতে- ৭/৪৯২।*
[২] *য'ঈফ আবূ দাউদ- হা. ৫৯৭।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৫৫।*
[৪] *সহীহুল বুখারী।*
[৫] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৩০৩৪, সনদ সহীহ।*
[৬] *সহীহ আবূ দাউদ।*
[৭] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৮] *সূরা আল-হাজ্জ: ২৮।*
[৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৭০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭১; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮১২।*
[১০] *আল মুগনী।*
[১১] *মুসনাদে আহমাদ।*
[১২] *সূরা আত্-তাওবাহ্: ৬০।*

তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য খরচের কথা ভুলে যায়। যেমন- দীনের দা'ওয়াতের খরচ, নিঃস্ব মানুষদের অভাব লাঘব করার খাতে এবং জিহাদ ইত্যাদির খাতে ব্যয় করাকে তারা প্রাধান্য দেয় না, ভাবে, কুরবানী করাই উত্তম। অথচ এ ধারণা ভুল।

■ শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে দান করা উত্তম, নাকি কুরবানী করা? উত্তরে তিনি বলেন, "মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে কুরবানী করার চেয়ে দান করাকেই আমি উত্তম মনে করি।"

■ মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেয়ার কোনো সহীহ দলিল নেই। কেননা মৃতব্যক্তিগণ আর পরিবারের সদস্য থাকেন না। কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি বা পরিবারের পক্ষ হতে। যেমন- আমরা দেখি– রাসূল (ﷺ) ও তার সাহাবীগণ নিজের পক্ষ হতে, পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী করেছেন। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করেননি।

কুরবানী কবূল হওয়ার শর্ত

১. নিয়ত: নিজের পক্ষ হতে এবং পরিবারের পক্ষ হতে নিয়ত করা। আর 'ইবাদতে সওয়াব অর্জন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾

অর্থ: "আল্লাহর কাছে ওগুলোর না গোশ্ত পৌঁছে, না রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।"[১]

২. উদ্দেশ্য: মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং হুকুম পালন। মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে 'ইবাদতের খাতে অর্থ ব্যয়, তা যেন খাঁটিভাবে মহান আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

অর্থ: "কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানী করো।"[২]

৩. হালাল উপার্জন: রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কারো খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম অর্থের হলে তার প্রার্থনা ('ইবাদত) কবূল যোগ্য হবে না।[৩]

৪. রাসূলের তরীকা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾

অর্থ: "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"[৪]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আর রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের 'আমালগুলোকে নষ্ট করে দিও না।"[৫]

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

অর্থ: "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করেন তাথেকে বিরত থাকো।"[৬]

যবেহতে জরুরি

১. কিবলামুখী হয়ে 'বিস্‌মিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে– দু'আ পড়ে খুব জলদী যবহের কাজ সমাধা করতে হবে।

২. চারটি অঙ্গ কাটা (যথা, গলার পার্শ্বস্ত- ২টি মোটা রক্তের শিরা, খাদ্যনালী- ১টি ও শ্বাসনালী- ১টি)।

৩. প্রাণ ত্যাগের পূর্বে অন্য কোনো অঙ্গ না কাটা।

৪. পশুর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন-দয়া প্রদর্শনের সাথে যবেহ করা।

আসুন, জীবনের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই আমরা বলি–

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"নিশ্চয় আমার সালাত, আমার যাবতীয় 'ইবাদত (আমার কুরবানী), আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)।"[৭]

---

[১] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩৭।*
[২] *সূরা আল-কাওসার: ২।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- ২১/২৩৯৩।*
[৪] *সূরা আল-আহ্যা-ব: ২১।*
[৫] *সূরা মুহাম্মাদ: ৩৩।*
[৬] *সূরা আল-হাশ্‌র: ৭।*
[৭] *সূরা আল-আন'আম: ১৬২।*

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের পরামর্শ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে গত ৮ মে-২০২৬ শুক্রবার বাদ মাগরিব পাতিরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক পরামর্শ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান, সহকারী সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ আল ফারুক এবং দফতর সম্পাদক মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এলাকা জমঈয়তের সদস্য সচিব শাইখ মুখলেসুর রহমান। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শাইখ হাফেয আল আমীন।

সভায় সংগঠনের দাওয়াতি কার্যক্রম, সাংগঠনিক উন্নয়ন, এলাকাভিত্তিক কার্যপরিকল্পনা এবং দ্বীনি শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বক্তারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভায় স্থানীয় আলেম-উলামা, মুসল্লী ও বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

أخبار الشبان / শুব্বান সংবাদ

বালাকোটঃ আযাদির সূচনা এবং আন্দোলনের ধারা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আযাদির গৌরবময় ইতিহাসকে সামনে রেখে গত ১৪ মে-২০২৬ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে 'বালাকোট: আযাদির সূচনা এবং আন্দোলনের ধারা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদীর সভাপতিত্বে এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শুব্বানের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুসলেহুদ্দীন। বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুরের অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুর নুর মাদানী, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ ও আই.আই.ইউ.এস.টি.বি বিশ্ববিদ্যালয় বাইপেল-এর লেকচারার শাইখ ড. রেজাউল করিম মাদানীসহ প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পি.এন. এন্টারপ্রাইজ কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ নূর মোহাম্মদ তালুকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোস্তফা মঞ্জুর এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সহ-সম্পাদক মাওলানা আলী হাসান তৈয়ব।

সেমিনারে বক্তাগণ বালাকোট আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, আযাদি সংগ্রামে শহীদি চেতনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং উপমহাদেশে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের অবদান নিয়ে বিশদ ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "এই জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতিকে সকল প্রকার শির্ক-বিদআত থেকে মুক্ত করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন ইসলামী ইমারত কায়েম করা। যদিও সে আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী আযাদি আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে ভাস্বর তা হয়ে ছিল। তা চেতনায় ধারণ করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। বালাকোটের প্রান্তরে যে রক্ত ঝরেছিল, তা ছিল উপমহাদেশে ইসলামী স্বাধীনতার এক দীপ্ত শপথ। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও শাহ ইসমা'ঈল দেহলভী (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর মতো মহান শহীদদের আত্মত্যাগ আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। তাই প্রতিটি মুসলিম যুবকের জন্য এ ইতিহাস

জানা এবং ত্যাগ, সাহস ও আদর্শিক দৃঢ়তায় নিজেকে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি”।

প্রধান আলোচক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, “বালাকোটের শহীদদের আত্মত্যাগ মুসলিম সমাজকে অন্যায়, যুল্‌ম ও দাসত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সঠিক ধারা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ পৌঁছে দিতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দীর্ঘদিনের নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীল এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সাবেক সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন (বংশাল, ঢাকা) গত ১৭ মে, রবিবার বেলা ১২:৩০টায় ইন্তেকাল করেছেন।

“ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন।”

আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আল্লাহুমা আমীন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

মাইয়্যেতের জানাযা বাদ ‘আসর নাজির বাজার বড় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যেতের জন্য দু‘আ– আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু‘আর অনুরোধ রইল।

ঈদের ছুটি

পবিত্র ঈদুল আয্‌হা- ১৪৪৭ হিজরি উপলক্ষে ২৬ মে থেকে ০৫ জুন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও সাপ্তাহিক আরাফাত অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব, আগামী ০১ জুন সোমবার সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হবে না। তৎপরিবর্তে ৬৭ বর্ষ, ৩৩-৩৪ সংখ্যা আগামী ০৮ জুন-২০২৬, সোমবার প্রকাশিত হবে –ইন্ শা-আল্লাহ। ***–সম্পাদক***

ঈদ-উল-আয্‌হার শুভেচ্ছা ও দু‘আ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম মুসলিম উম্মাহ-সহ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সকল স্তরের নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণকে পবিত্র ঈদুল আয্‌হা’২৬-এর **শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ** জানিয়েছেন।

«تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ».

“তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না- ওয়া মিনকুম।”

এক বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, মহান আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি ‘ইবাদত কুরবানী। ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ’র আত্মত্যাগের মহান কীর্তিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ে আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে এই কুরবানীকে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য বিধান হিসেবে ঘোষণা করেন। নিছক পশুর গলায় ছুরি চালানোর নাম কুরবানী নয়; বরং ইসলামের প্রতিটি বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের জন্য যাবতীয় স্বার্থ ত্যাগ করে নিজেকে আল্লাহ তা‘আলার সমীপে উৎসর্গ করার নাম কুরবানী। এই কুরবানী থেকে আমরা তাযকীয়া-এ নাফস তথা আত্মশুদ্ধির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। ‘আমলে সালেহ-এর প্রদর্শনী এবং বাহ্যিক পরহেযগারিতা থেকে বের হয়ে এসে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনে প্রকৃত তাক্বওয়ার গুণ অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অতএব আসুন! আমরা পবিত্র ঈদুল আয্‌হা থেকে ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করি এবং সকলপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, অপতৎপরতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং বিভেদ-বিসংবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনে সচেষ্ট হই।

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ঈদুল আয্হার জামা'আত

ঢাকা মহানগরীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার আহলে হাদীসদের ঈদুল আয্হার প্রধান **জামা'আত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সকালে** অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। বৈরী বা প্রতিকূল আবহাওয়া থাকলে সকালে বংশাল বড় জামে মসজিদে প্রথম জামা'আত ও দ্বিতীয় জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ঈদুল আয্হার জামা'আতের সময়সূচি জানার জন্য যোগাযোগ করুন

ঈদের মাঠ/মসজিদ	যোগাযোগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	জনাব আনোয়ারুল ইসলম জাহাঙ্গীর- ০১৭১১৫৪৪২৬৪
মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া সংলগ্ন সালাফী জামে মসজিদ, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।	মুফতি আ. রউফ মাদানী- ০১৩০৩-৬২৪২৯৬
এম.ডি.সি স্কুল মাঠ, মিরপুর, ঢাকা।	জনাব মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ- ০১৭১১-১৭৯৫৫১
বারিধারা আহলে হাদীস জামে মসজিদ, গুলশান-বারিধারা জাতিসঙ্ঘ রোড, ১২ নং রোডের পশ্চিম কর্নার, গুলশান, ঢাকা।	হাফেয মোহাম্মদ ইব্রাহীম- ০১৯১৮৫৩৭৮৩৮
উজামপুর আলিম মাদ্রাসা মাঠ, উত্তরখান, ঢাকা।	জনাব মো. জাকির হোসেন- ০১৭১১-০৭৬৩১৪
খিলগাঁও মডেল কলেজ মাঠ, খিলগাঁও, ঢাকা।	জনাব আব্দুল খালেক- ০১৭৩৬-০৬২৮৪১
বেরাইদ পূর্বপাড়া ঈদগাহ মাঠ, বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।	জনাব শরীফ মাহমুদ- ০১৬২৪৮৬৭৭৭৬
বেরাইদ চান্দারটেক ঈদগাহ মাঠ, বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।	শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হারেছ- ০১৬৭৬২৭৭০৪৫
রহমানিয়া সালাফী জামে মসজিদ, ধরেঙ্গারটেক, তুরাগ, ঢাকা।	জনাব মাসুদুজ্জামান- ০১৯৬৮৫৭১৯৯১
টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠ, টঙ্গি, গাজীপুর।	জনাব মাশহুদুল বাসেত- ০১৭১৩-০৯৯৭৬২
আহলে হাদীস জামে মসজিদ, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	শাইখ ওবায়দুর রহমান- ০১৯১৩৯৫৮২৫৬
গিয়াসউদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাস, চিটাগাং রোড, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।	জনাব দেলোয়ার হোসেন- ০১৭৪৫১৪৪৬৬১

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): ***একজন বিবাহিত মহিলা যিনা করে। সে যে স্বামীর সংসারে ছিল এটা ডিভোর্স হয়ে গেছে। এখন সে অন্য স্বামীর সংসার করে, সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে, তাই সে যে ভুল করেছে বা অপরাধ করেছে ১ম স্বামীর হক্ব নষ্ট করেছে। যেহেতু ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র নয়, আবার সাক্ষীও নেই প্রমাণও নেই। সে চাচ্ছে ১ম স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইতে আবার এই আশঙ্কাও করছে যে আমি যে বর্তমান সংসার করছি সেটা ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকাও রয়েছে। এখন কি আমি প্রথম স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইবো?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব: আল্লাহ তা'আলা তার বিষয়টি গোপন রেখেছেন তাই তাকেও গোপন রাখতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

অর্থাৎ- তোমরা এসব নিকৃষ্ট (অপবিত্র) কাজ থেকে বেঁচে থাক, যেগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে যায়, সে যেন মহান আল্লাহর পর্দা দিয়ে নিজেকে আড়াল রাখে এবং মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে। কারণ যে ব্যক্তি আমাদের সামনে তার (পাপের) পর্দা খুলে দেয়, আমরা তার ওপর মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর করব। *(সহীহ আল জামেউস সগীর- হা. ১৪৯, সহীহ)*

সুতরাং প্রথম স্বামীকে তার পাপের সংবাদ দিবে না; বরং বেশি বেশি তাওবাহ্ করবে ইন্ শা-আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন।

জিজ্ঞাসা (০২): ***আমার হজ্জ থেকে ফিরতী ফ্লাইট ৩০ তারিখ রাতে, তাহলে কি আমি তাওয়াফে ইফাজাহ ও তাওয়াফে বিদাহ একসাথে করতে পারবো? কেননা আলাদা করে করতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে।*** *মো. খাইরুজ্জামান বনানী, ঢাকা।*

জবাব: হ্যাঁ, তাওয়াফে ইফাজাহকে বিলম্ব করে আদায় করলে সেটাই তাওয়াফে জিয়ারহ-এর জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা রাসূল বলেন, "কেউই যেন শেষবারের মতো বায়তুল্লাহ তওয়াফ না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩১১০)* আর সর্বশেষ তাওয়াফে ইফাজাহ করলে শেষ সাক্ষাৎ বায়তুল্লাহর সাথে হচ্ছে। তবে শর্ত হচ্ছে, তাওয়াফটাই সর্বশেষ হতে হবে।

তাওয়াফে ইফাজাহ ফরয বা রকন পক্ষান্তরে তাওয়াফে জিয়ারত হলো ওয়াজিব যা বিশেষ কারণে না করলেও কোনো সমস্যা নেই। যেমন- রাসূল (ﷺ) হায়েযা মহিলার জন্য ছাড় দিয়েছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪০১)* তাই আপনার সমস্যা হলে তাওয়াফে ইফাজাহকে বিলম্ব করে আদায় করলেই হবে ইন্ শা-আল্লাহ। তবে উত্তম হলো– দু'টি আলাদা তাওয়াফ করা: একটি ইফাযার জন্য, আরেকটি বিদার জন্য।

এর থেকেও পরিপূর্ণ পদ্ধতি হলো– ঈদের দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার পর, কুরবানি করা এবং মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার পর তাওয়াফে ইফাযা আদায় করা। এরপর যখন মক্কা থেকে সফরের ইচ্ছা করবেন, তখন তাওয়াফে বিদা করবেন। এভাবেই নবী (ﷺ) 'আমল করেছেন।

উক্ত বিষয়ে শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ-র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যদি কেউ তাওয়াফে ইফাযা বিলম্ব করে এবং যখন সফরের ইচ্ছা করে তখন, সমস্ত কাজ (যেমন- জামরায় পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদি) শেষ করে তাওয়াফ করে, তাহলে সেই তাওয়াফে ইফাযা তার জন্য তাওয়াফে বিদার পক্ষ থেকেও যথেষ্ট হবে। আর যদি সে দু'টি তাওয়াফ করে ইফাযা ও বিদা তাহলে তা উত্তমের ওপর উত্তম। তবে যদি একটিই করে এবং হজ্জের তাওয়াফ (ইফাযা)-এর নিয়ত করে, তাহলে সেটাই যথেষ্ট হবে। *(ফাতাওয়া ইবনু বায- ১৭/৩৩২)*

উক্ত তাওয়াফ শুধুমাত্র ইফাজার নিয়তে করবে এটাই উত্তম। তবে চাইলে ইফাজার সাথে তাওয়াফে জিয়ারাহ-এর নিয়ত করতে পারে। ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ-র) এটা বৈধ বলেছেন তবে আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, শুধু তাওয়াফে ইফাজাহ-এর নিয়ত করবে এটাই সমস্যার কারণে তাওয়াফে জিয়ারাহ-এর জন্য যথেষ্ট হবে। একসাথে দু'টির নিয়ত করা যাবে না, কেননা একটা রকন আরেকটা ওয়াজিব।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***মাসজিদে এক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখলাম টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা অবস্থায়। আমার জানতে চাওয়া, তার সালাত কি সঠিক হয়েছে?***

মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ, মিরপুর, ঢাকা

জবাব: উলামাদের বিশুদ্ধ মতে, তার সালাত বিশুদ্ধ হবে তবে কাপড় ঝুলিয়ে পরার কারণে পাপী হবে। এমনটাই ফাতাওয়া দিয়েছেন ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ-র) ও ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ-র)।

উল্লেখ্য, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে সালাত হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীসটা দূর্বল। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৬৩৮, ৪০৮৬)*

যদিও ইমাম নববী ও ইমাম সুয়ুতী হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন, তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, দূর্বল। কেননা হাদীসটার

সনদে ইয়াহিয়া বিন আবি কাসির আতত্বয়ী আছেন যিনি মুদাল্লিস সাথে সাথে উক্ত সনদে আন আন দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং আবূ জাফার আনসারী আলমুয়াজ্জিন রয়েছেন যিনি মাকবুল তথা এককভাবে তার হাদীস দূর্বল।

জিজ্ঞাসা (০৪): ***আমি হাদীসে পড়েছিলাম, রাসূলের যুগে যেখানে খাবার কিনা হতো সেখানে বিক্রি করার কারণে মারা হতো। এর কারণ কি? আবার আমাদের অঞ্চলে দেখি জমির মালিকরা তাদের পণ্য এনে পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে, তারা আবার সেখানেই সে পণ্য বিক্রি করে স্থানান্তর করে না। এটার সঠিক সমাধান জানতে চাই।*** *আব্দুল্লাহ সিদ্দিক, গাইবান্ধা।*

জবাব: আপনি সঠিক পড়েছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর সময়ে দেখেছি যে, লোকেরা খাদ্য আনুমানিক পরিমাণের ভিত্তিতে বেচা-কেনা করত, পরে তা সেখানেই নিজেদের ঘরে তুলে নেয়ার আগেই বিক্রি করলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২১৩৭)* এর কারণ হচ্ছে, যে সমস্ত জিনিস স্তুপ আকারে কিনা হয় তা স্থানান্তর না করা পর্যন্ত কবজ হয় না। *(আল মুগনী- মাসয়ালা নং- ২৯৬৮)* আর যা কবজ হয়নি তা বিক্রি করাও যায় না। সাহাবারা যেহেতু স্তুপ আকারে খাবার কিনতেন কিন্তু স্থানান্তর না করেই বিক্রি করতেন, তাই তাদের আদব শিক্ষার জন্য মারা হতো।

উল্লেখ্য যে, যে সকল জিনিস স্থানান্তর করা সম্ভব বিশেষ কোনো কষ্ট ছাড়াই তা স্থানান্তর করেই বিক্রি করতে হবে। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৪৯৯, হাসান)*

এখন আপনাদের অঞ্চলে যে ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে তথা কিনে স্থানান্তর না করে সেখানেই বিক্রি করা হচ্ছে এটা কি শরিয়ত সম্মত?

বিক্রিত স্থানান্তরযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে কবজ (দখল গ্রহণ) কিভাবে সম্পন্ন হয়, এ বিষয়ে আলেমগণ (রাহিমাহুল্লাহ) মতভেদ করেছেন:

১. তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, স্থানান্তরযোগ্য পণ্য তার স্থান থেকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত প্রকৃত দখল সম্পন্ন হয় না; শুধু ক্রেতার জন্য তা উন্মুক্ত করে দেওয়া (তাখলিয়া) যথেষ্ট নয়।

২. অপরদিকে অন্য কিছু আলেমের মতে, ক্রেতার জন্য পণ্য উন্মুক্ত করে দেওয়াই দখল সম্পন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

৩. আবার কেউ কেউ বলেন, স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর দখল (কবজা) গ্রহণ সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি (Did) এর ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়।

এ মতটিকেই সঠিক মনে করেন ইমাম নববী, ইবনু কুদামাহ ও ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ। *(আল মুগনী- মাসয়ালা নং- ২৯৫২; আল মাজমূ'- ৯/১৬৩)*

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "কোনো কোনো শব্দের সীমানা ও অর্থ শরীয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়; যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ। আবার কিছু শব্দের অর্থ ভাষাগত দিক থেকে নির্ধারিত হয়, যেমন- সূর্য, চাঁদ, স্থলভাগ ও সমুদ্র। আর কিছু শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় প্রচলিত রীতি-নীতি (Did)-এর মাধ্যমে, যেমন- দখল গ্রহণ (কবজ) এবং পৃথক হয়ে যাওয়া (তাফরীক)।" *(মাজমূ' আল-ফাতাওয়া- ২৯/৪৪৮)*

উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বলা যায়, আপনাদের অঞ্চলের রীতি-নীতি যদি এমন হয় যে, ১ম বিক্রেতা পণ্য বিক্রি করে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়াটাকেই দখল গ্রহণ মনে করে তাহলে পণ্য স্থানান্তর না করেও বিক্রি করতে সমস্যা নেই ইন্‌শা-আল্লাহ। এমনটাই ফাতাওয়া দিয়েছে ইসলাম ওয়েব। *(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ১৮২২৫১)*

তবে শর্ত হচ্ছে– পণ্য স্তুপভাবে বিক্রিত হবে না। স্তুপভাবে বিক্রিত হলে স্থানান্তর করেই বিক্রি করতে হবে উল্লিখিত হাদীসের আলোকে। *(বিস্তারিত জানতে দেখুন: আল-মু'আমালাতুল মালিয়্যাহ আসালাতান ওয়া মু'আসারাহ লি-দীবান- ২/৪৮০-৮৮; আল-কুদ ওয়া সুওয়ারুহুল মু'আসিরাহ লি সালমা বিনতু মুহাম্মাদ সালেহ- ৪২৭-৪২৯)*

জিজ্ঞাসা (০৫): ***আমার এক ক্রিকেট একাডেমিতে ১০% শেয়ার আছে। তাদের আরো টাকা প্রয়োজন কিন্তু ব্যাংক থেকে ঋণ পাচ্ছে না। এখন যদি ২ লক্ষ টাকা দেয় তাহলে প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকা লাভ পাবো। আমার কি এটা বৈধ হবে না সুদ হবে জানতে চাই।*** *সাজিদ, বরিশাল।*

জবাব: আমাদের দেশের ক্রিকেট একাডেমি অধিকাংশই হারামের সাথে জড়িত। যেমন- খেলাধুলার কারণে সালাত থেকে বিমুখ থাকা, টাখনুর নিচে প্যান্ট পরিধান, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, জুয়া, হারাম বিজ্ঞাপনসহ আরো অনেক ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তাই এগুলোতে ব্যবসার জন্য ইনভেস্ট করা বৈধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নেককাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)*

এ আয়াতের আলোকে আলেমগণ বলেন, ঐ সকল চুক্তিই হারাম যা হারামের সহযোগী তাই তা ক্রয় বিক্রয়, ভাড়া, ঋণ বা দান সাদাক্বাহ্ যাই হোক না কেন। *(শারহুল মুমতি'- ৮/১৯৩)*

সুতরাং উক্ত একাডেমিতে আপনার ১০% শেয়ার রাখা ঠিক হবে না। সাথে সাথে উক্ত একাডেমিতে ইনভেস্ট করাও বৈধ হবে না।

জ্ঞাতব্য বিষয়: যদি কোনো বৈধ কাজে ঋণ দেন তাহলে লাভ গ্রহণ সুদ তথা হারাম হবে। আর ব্যবসার নিয়তে দিলে লাভ ক্ষতির শর্তে লভ্যাংশ নেওয়া বৈধ হবে, তবে লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যাবে না।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***আমাদের অঞ্চলের ভুট্টার ব্যবসায়ীরা কাঁচা ভুট্টা কিনে শুকিয়ে বিক্রি করে। শুকাতে যেয়ে বৃষ্টির কারণে সমস্যা হয় তাই তারা আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত বৃষ্টি হবে নাকি হবে না এ সংক্রান্ত তথ্যের সহযোগিতা নিয়ে থাকে। এটা কি শরিয়াহসম্মত হবে? কেননা আমি জানি ৫টা বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না তার মধ্যে ১টা বৃষ্টি কখন হবে।*** *মানিক, ঠাকুরগাঁও।*

জবাব: আপনার জানা সঠিক। সূরা লুক্বমা-ন-এর ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল্লাহ বৃষ্টির পূর্বাভাস বাতাসের মাধ্যমে জানান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তিনিই সে সত্তা; যিনি তাঁর রহমত বৃষ্টির আগে বায়ূ প্রবাহিত করেন সুসংবাদ হিসেবে।" *(সূরা আল-আ'রাফ: ৫৭)*

উক্ত বাতাসের ওপর নির্ভর করে আবহাওয়া অধিদপ্তর সম্ভব তথ্য প্রদান করে, যা জ্যোতিষশাস্ত্র বা গায়েবের জ্ঞান দাবি করার মধ্যে পড়ে না। সুতরাং আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য দ্বারা সহযোগিতা গ্রহণে সমস্যা নেই ইন্ শা-আল্লাহ।

স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটির ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে– "আবহাওয়ার অবস্থা জানা, কিংবা বাতাস বা ঝড়ের প্রবাহের পূর্বাভাস দেওয়া, মেঘের সৃষ্টি বা নির্দিষ্ট স্থানে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নির্ধারণ, এসবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। যাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা সাধারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধারণা (অনুমান) করতে পারে, নিশ্চিত জ্ঞান নয়। তাই তারা কখনো সঠিক হয়, আবার কখনো ভুলও হতে পারে।" *(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ৮/৩২৩)*

জিজ্ঞাসা (০৭): ***হায়িয বন্ধ হওয়ার পর গোসলের আগেই আমার স্বামী আমার সাথে সহবাস করতে চায়, সে বলে আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)'র ফাতাওয়া আছে যে, হায়িয বন্ধ হলেই হবে, গোসল করা শর্ত না। এর বাস্তবতা জানতে চাই সাথে সাথে ইসলামের সঠিক সমাধান কি তাও উল্লেখ করবেন ইন্ শা-আল্লাহ।*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব: হায়িয বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করে সহবাস করা হারাম এটাই বিশুদ্ধ মত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সঙ্গম থেকে বিরত থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্যে) তাদের নিকটবর্তী হবে না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২২)*

উক্ত আয়াতে تَطَهَّرْنَ অর্থাৎ- উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে ' এর ব্যাখ্যায় 'উমার, 'উসমান, 'আলী, ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ অনেক সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে, যখন তারা পানি দ্বারা গোসল করবে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেন, "হায়িয ও নিফাস অবস্থায় থাকা নারীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তারা গোসল করে। তবে যদি পানি না পাওয়া যায়, অথবা অসুস্থতা বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে তায়াম্মুম করবে; এরপর তার সাথে সহবাস করা যাবে।" *(মাজমূ' আল-ফাতাওয়া- ০৪/৬৩৫)*

আপনার স্বামী আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)'র যে মত উল্লেখ করেছেন সেটা তাঁর আগের মত, সর্বশেষ তিনিও এটাই মত দিয়েছেন যে, গোসল করা ছাড়া সহবাস করা যাবে না। *(আল-মাওসূ'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মুয়াস্সারাহ লি হুসাইন ইবনু আওদাহ- ১/২৮১)*

জিজ্ঞাসা (০৮): ***ব্যাঙের গ্রন্থি (gland) থেকে বানানো কোনো হোমিও ওষুধ খাওয়া হালাল হবে?*** *আবিদ হাসান আজিমপুর, ঢাকা।*

জবাব: ব্যাঙের গ্রন্থি (gland) থেকে তৈরি হোমিও ওষুধ খাওয়া সাধারণভাবে জায়িয নয়। কেননা হাদীস এসেছে– একদা এক ডাক্তার নবী (ﷺ)-কে ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নবী (ﷺ) তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৮৭১, সহীহ)*

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ বানানো ও তা সেবন করা বৈধ নয়। নিম্নোক্ত অবস্থায় ব্যাঙকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে–

১. যদি অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে নিরুপায় অবস্থায় ব্যাঙ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)*

২. অন্য কোনো বস্তুর সাথে মিশানোর কারণে যদি তার তথা ব্যাঙের মূল বিলিন হয়ে যায়। যেমনটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ- ২২/১৫৫)*

সারকথা: হোমিওপ্যাথি বা অন্য ওষুধে যদি ব্যাঙ থেকে নেওয়া উপাদান অস্তিত্বহীন হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসা করা যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ২৫০০৯২)*

উল্লেখ্য যে, ব্যাঙের ডাক তাসবিহ তাই তাকে হত্যা করা নিষেধ মর্মে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা দূর্বল। *(সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দা'ঈফাহ- হা. ৪৭৮৮)*

জিজ্ঞাসা (০৯): ***আমরা দু'জনে আমাদের পছন্দ মতো বাবা মায়ের অমতে গোপনে বিবাহ করি, কিন্তু বিয়ের ১৫/২০***

দিনের মধ্যেই আমি রাগের মাথায় তাকে তিন ত্বালা-কু বলে ফেলি এবং বিষয়টি আমরা কাউকে জানাইনি। আবার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা এক সাথে গোপনে বসবাস করি। পরবর্তীতে আমার খালুর এবং মেয়ের মায়ের সহযোগিতায় আমরা আবার বিয়ে করি আমরা তাদেরকে আমাদের আগের বিয়ে কিংবা ত্বালাক্বের বিষয়েও কিছু বলিনি, সাম্প্রতিক সময়ে আমার স্ত্রী ১.৫ মাসের অন্তঃসত্তা এখন আমার করণীয় কি? আমার জন্যে কি কোনো রাস্তা খোলা আছে? দয়া করে জানাবেন। *মো. সুমন আহমেদ*
পাচুরিয়া, গোপালগঞ্জ।

জবাব: আপনার **প্রথমত** করণীয় হচ্ছে, অতীত পাপের জন্য খালেস নিয়তে, অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ্ করা। **দ্বিতীয়তঃ** মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে নতুন করে বিয়ের ব্যবস্থা করা তথা বিয়ের আকদ নবায়ন করা ওলী, ২ জন সাক্ষী ও মহরের মাধ্যমে। কেননা মেয়ের মা যে বিয়ে দিয়েছে তা কার্যকর হবে না। কেননা মহিলা ওলী হতে পারে না। এমনটাই ফাতাওয়া দিয়েছেন ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)-সহ অন্য আলেমগণ। *(নূর আলাদ দারব লি ইবনু উসাইমিন-১০/০২)* **তৃতীয়তঃ** পূর্বে একসাথে যে ৩ ত্বালাক্ব দিয়েছেন তা এক ত্বালাক্ব কার্যকর হবে ওলামাদের বিশুদ্ধ মতানুসারে। কেননা এক বৈঠকে একাধিক ত্বালাক্ব এক ত্বালাক্ব কার্যকর হবে অনুরূপভাবে নিকাহে ফাসিদেও তালাক কার্যকর হবে। *(আল ফাতাওয়া আল কুবরা- ৩/২০৪)* **চতুর্থতঃ** গর্ভে যে সন্তান আছে তা আপনার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে তাই নষ্ট করা হারাম হবে। *(ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব লি ইবনু বায- ২০/১৯৭-১৯৮)*

জিজ্ঞাসা (১০): ***হুজুর, আমার ২ ছেলে। বড় ছেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। তার স্ত্রী ও ২টি নাবালিকা কন্যা সন্তান আছে। আমার মৃত্যুর পরে আমার বড় ছেলের ঘরের নাতিরা এবং আমার ছোট ছেলে কতটুকু করে সম্পত্তি পাবে? আমার নিজের সম্পত্তি আছে ৭ শতাংশ। আমি জীবিত থাকা অবস্থায় আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে। আমার স্ত্রীর ৩ শতাংশ জমি আছে। এই সম্পত্তির কতটুকু আমার ছোট ছেলে এবং বড় ছেলের ঘরের নাতিরা পাবে? দয়া করে ইসলামী শরীয়তের আইনে একটি নির্দেশিকা দিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন বলে অনেক প্রত্যাশা রাখছি।***

মো. গোলাম কুদ্দুস
বরিশাল সদর, বরিশাল।

জবাব: আপনার ও আপনার স্ত্রীর সম্পদ থেকে বড় ছেলের নাতিরা মিরাস হিসেবে কিছুই পাবে না। কেননা পিতা বেঁচে থাকা অবস্থায় সন্তান মারা গেলে সেই সন্তান ও তার সন্তান তথা নাতিরা মিরাস পায় না।

আপনি চাইলে তাদের জন্য সর্বোচ্চ মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করে যেতে পারেন বা এখনি তাদের কিছু সম্পদ দান করতে পারেন। আপনার জন্য উত্তম হবে তাদের জন্য কিছু সম্পদ দান করে যাওয়া।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বড় ছেলের নাতিরা সম্পদ পাবে যা মানব রচিত আইন। উক্ত আইন অনুযায়ী তাদের সম্পদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি হারাম হবে। তাই প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের সম্পদ না দিয়ে, ওসিয়ত বা দানের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে সম্পদ দিবেন ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (১১): ***সালাতের মধ্যে কোনো সময় নিজের ভাষায় নিজের মতো করে মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া যাবে?*** *বুলবুল ইসলাম পলাশ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।*

জবাব: নফল সালাতে সাজদায় গিয়ে ও শেষ বৈঠকে নিজের ভাষায় ও নিজের মতো করে দু'আ করতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ।

ফর্‌য সালাতেও উক্ত দুই অবস্থায় নিজ ভাষায় ও নিজের মতো করে দু'আ করা যায় তবে উত্তম হচ্ছে না করা; বরং রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত দু'আ করাই উত্তম।

সালাতের মধ্যে মা'সূর (হাদীসে বর্ণিত নির্দিষ্ট) দু'আ ছাড়া অন্য দু'আ করার বৈধতার প্রমাণ হলো–

নবী (ﷺ)-এর বাণী: "এরপর সে তার ইচ্ছামতো দু'আ বেছে নেবে।" অন্য বর্ণনায় আছে– "এরপর সে যে দু'আ তার কাছে সবচেয়ে পছন্দ হয় তা বেছে নিয়ে দু'আ করবে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৩৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৪০২)*

এটি সালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বের দু'আর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, এসব স্থানে মুসলিম ব্যক্তি তার পছন্দমতো দু'আ করতে পারে, চাই তা আখিরাত সম্পর্কিত হোক কিংবা দুনিয়াবী প্রয়োজন সংক্রান্ত হোক। তবে শর্ত হলো– দু'আর মধ্যে যেন কোনো গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় না থাকে। আর উত্তম হলো– নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত দু'আ বেশি বেশি করা।" *(ফাতাওয়া ইবনু বায- ১১/১৭২)*

জিজ্ঞাসা (১২): ***আমার বন্ধুর স্বামী আমার বন্ধুকে এক রাতে ঝগড়া করে ত্বালাক্ব দিছে তারপরের দিন আবার ঝগড়া করে ত্বালাক্ব দিছে, এখন প্রশ্ন হলো– আমার বন্ধু কি তার স্বামীর সাথে থাকতে পারবে? আর থাকলে কি বৈধভাবে সংসার করতে পারবে? দয়া করে জানাবেন।***

রাফি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: হ্যাঁ, আপনার বন্ধু তার স্বামীর সাথে বৈধভাবেই থাকতে পারবে ইন্ শা-আল্লাহ। কারণ–

১. বিশুদ্ধ মতে, এক তুহুর তথা হায়িয বিহীন অবস্থায় একাধিক ত্বালাক্ব এক ত্বালাক্ব কার্যকর হবে। এটাই ত্বালাক্বের পদ্ধতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে ত্বালাক্ব দিতে ইচ্ছে করো তাদেরকে ত্বালাক্ব দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তোমরা ইদ্দতের হিসেব রেখো।" *(সূরা আত্-ত্বালাক্ব: ১)*

আর ইদ্দত হচ্ছে– এক তুহুরে এক ত্বালাক্ব দেওয়া। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৫১)*

আপনার বন্ধু যদি প্রথম ত্বালাক্ব দেওয়ার পর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার ত্বালাক্ব দেয় তাহলে মোট ২ ত্বালাক্ব কার্যকর হবে তবুও সংসার করার সুযোগ আছে আলহামদুলিল্লাহ। *(ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ২৫৬৪২৩)*

জিজ্ঞাসা (১৩): ***আমি আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া ও মারামারি হয় এরপর আমার জ্ঞান হারায় তারপর আমি এক ত্বালাক্ব, দুই ত্বালাক্ব, তিন ত্বালাক্ব দিয়েছি। আমার ছোট দু'টি মেয়ে আছে এখন আমি আবার আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চাই। আনতে পরবো কি?*** *মো. মাসুদ রানা*
আরাজী, কেশুরবাড়ী, বড়গাঁও, ভূল্লী, ঠাকুরগাঁও।

জবাব: আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা **১.** হুশ বিহীন অবস্থায় ত্বালাক্ব দিলে ত্বালাক্ব কার্যকর হবে না। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২১৯৩, হাসান)* **২.** যদি হুঁশ ফিরে আসার পর ৩ ত্বালাক্ব দিয়ে থাকেন তবুও সমস্যা নেই, কারণ তা এক ত্বালাক্ব কার্যকর হবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫৬৫)*

সুতরাং আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে পারবেন। তবে ভবিষ্যতে ত্বালাক্ব শব্দ উচ্চারণ থেকে বিরত থাকবেন।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***আমি একটি কোম্পানিতে কাজ করি যার নাম DXN। এটি একটি হেলথ প্রোডাক্টভিত্তিক কোম্পানি। এখানে আমরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বা বিক্রির জন্য প্রোডাক্ট কিনলে Point Value (PV) পাই। কেউ যদি আমার অধীনে জয়েন করে (যাকে ডাউনলাইন বলে) এবং সে প্রোডাক্ট কিনে, তখন সে নিজে তার সম্পূর্ণ PV পায়– এর থেকে কিছু কাটা হয় না। তবে কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী, তার করা PV আমার PV'র সাথে যুক্ত হয়, যার ফলে আমার পজিশন বা লেভেল বেড়ে যায়। এই লেভেল বৃদ্ধির মাধ্যমে আমি নির্দিষ্ট হারে ইনকাম পেয়ে থাকি। একইভাবে আমারও উপরে (আপলাইন) কেউ থাকলে আমার PV তার PV'র সাথে যুক্ত হয় এবং তারও পজিশন বাড়ে ও সেই অনুযায়ী তারও ইনকাম হয়। কেউ শুধু জয়েন করলেই কোনো ইনকাম হয় না, ইনকাম হয় শুধুমাত্র প্রোডাক্ট কেনাকাটার ভিত্তিতে PV তৈরি হলে। এই ইনকাম পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল কি-না, নাকি হারাম বা সন্দেহজনক। দয়া করে বিস্তারিতভাবে জানালে উপকার হতো।*** *মো. এরশাদ, রামপুরা, ঢাকা।*

জবাব: আপনি যে পদ্ধতির কথা বলছেন এটাকে, মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা (এমএলএম) বা التسويق الشبكي বলে। মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এর পদ্ধতি অনেক রকমের হলেও মূলগত ভিত্তিটি একই। তা হলো– নিম্ন লেভেলের ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক বিক্রিত পণ্যের একটি কমিশন সর্বোচ্চ লেভেল পর্যন্ত পায়। যেটাকে এক কথায় 'শ্রমের বহুস্তর সুবিধা' বলা যায়। এটা ইসলামের শ্রম নীতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কারণ ইসলামের শ্রমনীতি হলো–

"কোনো মানুষই অপরের বোঝা উঠাবে না। মানুষ ততটুকুই পাবে যতটুকু সে চেষ্টা করে।" *(সূরা আন্-নাজম: ৩৮-৩৯)* এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, মানুষ কেবল তার নিজের শ্রমের ফল লাভ করবে। আরেকজনের শ্রমের ফলে অংশীদার হতে পারে না। সুতরাং এম. এল. এম পদ্ধতি শরিয়তসম্মত নয় কেননা এর মাধ্যমে মানুষকে অলস বানানো হয়, শ্রম বিহীন পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, জুয়ার সাদৃশ্য, ধোঁকাসহ অনেক বিষয় এ লেনদেনে যুক্ত হওয়ায় উলামাগণ এ পদ্ধতিকে হারাম বলেছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, আপনি সর্বোচ্চ আপনার মাধ্যমে যুক্ত হওয়া ব্যক্তিরা গ্রহণ করতে পারবেন। এটা শরিয়াহতে সিমসার/দালালি বা মধ্যস্থতার পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে, যা বৈধ। ইবনু সীরীন, 'আত্বা, ইবরাহীম ও হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) দালালির মজুরিতে কোনো দোষ মনে করেননি। *(সহীহুল বুখারী- কিতবুল ইজারা, দালালির প্রাপ্য প্রসঙ্গে)*

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমি একটি মিশন থেকে মাসে ৩,০০০/- মতো ইনকাম করি। এছাড়াও এর বাইরে আমি এদিক সেদিক করে আরো মাসে ২,০০০/- টাকার মতো ইনকাম করি। মোট ৫,০০০/- টাকার মতো। কিন্তু আমার মা বলছে যে, আমার পিতাকে মাসে এক হাজার টাকা করে আমাকে দিতে হবে। কিন্তু পিতা দরিদ্র নয়; বরং সম্পদ আছে ও তিনি খুব কৃপন। আমি যদি দিই তাহলে আমার চলতে তো অসুবিধা হবে। যেহেতু আমার ইনকাম খুব বেশি নয়। তো না দিলে কি পিতা-মাতার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবো এবং ইনকাম বেশি হলে পিতা-মাতা যত টাকা চাইবে সন্তান কি তা দিতে বাধ্য?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

জবাব: আপনার যে অবস্থার কথা বলেছেন, সে অনুসারে আপনার পিতা-মাতাকে না দিলে আপনি পাপী বা অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কেননা শরিয়তের বিধান হচ্ছে, পিতা-মাতা সচ্ছল হলে সন্তানের ওপর তাদের খরচ বহন করা আবশ্যক না। তবে সদাচরণ ও হাদীয়া হিসেবে কিছু দিবেন। অনুরূপভাবে, সন্তান ধনী হলেও পিতা-মাতা যা

চাইবে তাই দেওয়াও আবশ্যক না; বরং তাদের যা প্রয়োজন তা পূরণ করা আবশ্যক। *(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ৩২১১২)* তবে সর্বদা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন, নরম ভাষায় কথা বলবেন, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। *(সূরা ইস্‌রা: ২৩)*

জিজ্ঞাসা (১৬): ***জানাযার সালাত নীরবে পড়া উত্তম নাকি সরবে পড়া উত্তম দলিলসহ জানতে চাই।***

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ইকবালপুর, জামালপুর।

জবাব: জানাযার সালাত নীরবে পড়াই উত্তম বা সুন্নাহ। এটাই সকল আলেমের মত। দলিল:

ত্বলহাহ্ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ করলেন এবং (সালাত শেষে) বললেন, (আমি সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ করলাম) যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৩৫)* এখানে ইবনু 'আব্বাস জোড়ে পড়েছেন শিক্ষা দেওয়া জন্য, তাই বুঝা যাচ্ছে যে, মূল হচ্ছে গোপনে পড়া।

আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "জানাযার সালাতে সুন্নাহ হলো– প্রথম তাকবীরে চুপে চুপে (নিঃশব্দে) সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ করা। তারপর আরো তিনবার তাকবীর বলা এবং শেষ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো।" *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৯৯০, সহীহ)*

ত্বালহাহ্ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু-হু) বলেন: "আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পিছনে একটি জানাযার সালাত পড়েছিলাম। তিনি সেখানে সূরা আল-ফাতিহাহ্ এবং আরেকটি সূরা পড়লেন এবং এতটা উচ্চস্বরে পড়লেন যে আমরা শুনতে পেলাম। সালাত শেষ হলে আমি তাঁর হাত ধরে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: 'এটি সুন্নাহ এবং হক্ব (সত্য)'।" *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৯৮৭, সহীহ)*

এ বর্ণনায় তিনি উচু আওয়াজে পড়েছেন, শিক্ষা দেওয়ার জন্য। *(সিফাতু সালাতিল জানাযা লিল আলবানী- মাসয়ালা নং- ৭৮, পৃ. ১২১)* তবে উচ্চ আওয়াজে পড়লে সালাত হয়ে যাবে তবে তা খেলাফুস সুন্নাহ হবে।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***মসজিদের পিলারের মাঝে কাতার করা যাবে কি? কাতারের মধ্য উট/ঘোড়া থাকতে পারে কি?***

মাহাবুব আলম, সাভার।

জবাব: পিলারের মাঝে কাতার করতে রাসূল নিষেধ করেছেন। দলিল:

'আব্দুল হামীদ ইবনু মাহমূদ (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে জুমু'আর সালাত আদায় করি। লোকজন বেশি হওয়ায় আমরা খুঁটিসমূহের মাঝখানে যেতে বাধ্য হই। এতে করে আমরা আগে পিছে হয়ে যাই। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমরা এভাবে (দুই খুঁটির মাঝখানে) দাঁড়ানো হতে বিরত থাকার চেষ্টা করতাম। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৬৭৩, সহীহ)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যমানায় আমাদেরকে দু'খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী হতে নিষেধ করা হতো এবং আমাদেরকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হতো। *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১০০২, সহীহ)*

সুতরাং পিলারের মাঝে কাতার করা থেকে বিরত থাকতে হবে তবে নিরূপায় হলে করা যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ- ৫/২৯৫)*

কাতারের মাঝে ঘোড়া বা অন্যান্য প্রাণী থাকতে পারে তবে না রাখায় উত্তম কেননা তা সালাতে মনোযোগ নষ্ট করে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৫; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৭০৮, সহীহ)*

তবে উট থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা উট বাঁধার স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৬০)*

তবে সুতরা না থাকলে কাল কুকুর, গাধা ও মহিলা এগুলো অতিক্রম করা নিষেধ। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫১০)*

জিজ্ঞাসা (১৮): ***আমি যদি কোনো ওয়েবসাইট SEO করার কাজ করি যে ওয়েবসাইটের কনটেন্ট এ হারাম কিছু নেই কিন্তু তারা Google adsense থেকে টাকা উপার্জন করে থাকে এবং এরকম ইউটিউব চ্যানেলেরও যদি SEO করি অথবা চ্যানেলের Thumbnail ডিজাইন করি যে চ্যানেলে মনিটাইজেসন ON করা এবং তারা মনিটাইজেসন থেকেই উপার্জন করে থাকে অথচ তাদের কনটেন্টে হারাম কিছু নেই, এরকম ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলের কাজ করে উপার্জন করা কি বৈধ হবে? অনুগ্রহ করে জানাবেন।***

মো. ওমার, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: আপনার কাজ যদি সরাসরি হারামের সহায়ক হয় তাহলে তা হারাম হবে। আর যদি তা সরাসরি হারামের সহায়ক না হয় এবং আপনি কোনো হারাম কাজে সহায়তা করছেন না তবে হালাল হবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ২)*

তারা কিভাবে উপার্জন করে সেটা আপনার দেখার বিষয় নয়। তবে যদি আপনাকেই দিয়ে মনিটাইজেসন অন করায় বা Google adsense-এর দেখাশোনা করতে হয় তাহলে বৈধ হবে না।

কেননা এগুলোর মাধ্যমে উপার্জন সন্দেহ যুক্ত, কারণ কিছু এ্যাড হালাল আবার কিছু এ্যাড হারাম আসে।

জিজ্ঞাসা (১৯): ***কাজি আফিসে গিয়ে এক সঙ্গে স্ত্রীকে ৩ ত্বালাক্ব দিলে কি ৩ ত্বালাক্ব হয়ে যাবে? এইভাবে ৩ ত্বালাক্ব দেওয়া ওই স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার বিধান আছে কি?***

মো. মেহেদী হাসান লিমন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জবাব: কাজি আফিসে গিয়ে এক সঙ্গে স্ত্রীকে ৩ ত্বালাক্ব দিলে এক ত্বালাক্ব কার্যকর হবে ইন্ শা-আল্লাহ এবং তাকে ফিরিয়ে এনে সংসারও করা যাবে তবে ফিরিয়ে আনতে হবে ৩ মাসিকের মধ্যে বা স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার আগেই। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫৬৫)* এটাই রাসূল (ﷺ)-এর ফায়সালা ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিধান।

জিজ্ঞাসা (২০): ***আমি একজন প্রবাসী, জারকা এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাই। আমার মতো আরো শত শত লোক টাকা পাঠায়। তাঁদের মধ্যে থেকে জারকা কর্তৃপক্ষ লটারির মাধ্যমে ১০ জনকে মোবাইল দেয় প্রতিমাসে। এই মোবাইল নেয়া হারাম নাকি হালাল হবে?***

মো. মামুন, ঢাকা, বর্তমান: জরদান।

জবাব: যদি উক্ত লটারির জন্য কোনো টাকা দিতে না হয় এবং অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ না করে শুধু আপনি তাদের মাধ্যমে টাকা পাঠান তাই তারা আপনার মতো গ্রাহকদের মাঝে লটারি করে পুরস্কার দেয় তাহলে তা নিতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যদি লটারির জন্য টাকা বা অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হয় তাহলে তা জুয়া হবে, যা হারাম। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২১৯)*

কেননা শরিয়তের মূলনীতি হচ্ছে– কোনো ব্যক্তি একসাথে লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা জুয়া হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ- ৪/৪৪১)*

জিজ্ঞাসা (২১): ***মসজিদের টাকা দিয়ে ব্যবসা করা জায়িয আছে কিনা? মসজিদের টাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যদি ব্যবসা করা জায়িয থাকে তাহলে কি পদ্ধতিতে করা যায় জানতে চাই?***

মোযাম্মেল হক, কুমিল্লা আদর্শ সদক।

জবাব: সাধারণ মসজিদের ফান্ড দুই ধরণের হয়। যথা- **১.** যা নির্দিষ্ট কাজের জন্য সংগ্রহ করা হয় বা দানকারী নির্দিষ্ট কাজের জন্য দিয়ে থাকে। এ মাল ঐ নির্দিষ্ট কাজেই ব্যবহার করতে হবে অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তবে যদি উক্ত কাজে ব্যবহার দেরি হয় তাহলে উক্ত টাকা দিয়ে যে কোনো বৈধ ব্যবসা করা যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। **২.** সাধারণ দান যা নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য না, মসজিদের যে কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার যোগ্য। এ মাল দিয়েও যে কোনো বৈধ ব্যবসা করা যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। তবে উভয় অবস্থাতেই বিনিয়োগকারীকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। যদি ব্যবসায় লস হয় তাহলে বিনিয়োগকারীকে লস বহন করতে হবে, মসজিদ কোনো লস গ্রহণ করবে না। *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ- ৯/৪০৪)*

সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান তিনিও এমন ফাতাওয়া দিয়েছেন। তবে মসজিদের মাল ব্যক্তিগত কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে না।

জিজ্ঞাসা (২২): ***মহিলাদের শাড়ি পরে সালাত হবে কিনা?***

মো. সাদ্দাম, কুমিল্লা।

জবাব: সতর আবৃত করে এবং ঢিলেঢালা হয় এমন যেকোনো পোশাক পরে মহিলাদের জন্য সালাত আদায় করা বৈধ আছে। সুতরাং শাড়ির সাথে বড় বেলাউজ বা বড় ওড়না দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু মুখ ও হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত করলে সালাত হয়ে যাবে ইন্ শা-আল্লাহ।

তবে যদি শাড়ি পরে সালাত আদায় করতে গিয়ে কিছু অংশ আবৃত না হয় তাহলে সালাত হবে না। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৬৪১, সহীহ; ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১১০৭৩)*

জিজ্ঞাসা (২৩): ***আমার স্ত্রী ও দু'টি কন্যা সন্তানের রিয্ক কী আমার উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত? যদি হয় তাহলে কি কোনো উপায় আছে কতটুকু আমার ব্যবহারের আর কতটুকু তাদের রিয্কের অংশ। আমার বেতনের সম্পূর্ণ টাকা আমার কাজে ব্যবহার করতে পারবো কি-না? আমি ভালো কোনো পোশাক কিনতে পারবো কি-না? আশাকরি দলিলসহ উত্তর পাবো ইন্ শা-আল্লাহ।*** *মো. সাজিরুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ।*

জবাব: আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের রিয্ক মূলত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। আপনি কেবল সেই রিয্ক পৌঁছানোর একটি মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "পৃথিবীতে এমন কোনো জীব নেই যার রিয্ক আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল নয়।" *(সূরা হূদ: ৬)*

যদিও রিয্ক আল্লাহ তা'আলা দেন, তবুও শরীয়ত অনুযায়ী স্বামীর ওপর স্ত্রীরর ও পিতার ওপর সন্তানের খরচ বহন করা ফর্য। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৩৬৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১২১৮)* তবে সে খরচ হবে সক্ষমতা অনুযায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। *(সূরা আত্-ত্বালাক্ব: ৭)*

হাদীসে খরচের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (ﷺ) দান করার নির্দেশ দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দীনার আছে। তিনি বললেন: তুমি তা নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার আরো একটি আছে। তিনি বললেন: তোমার স্ত্রীর

জন্য খরচ করো। সে বললো, আমার আরো একটি আছে। তিনি বললেন: তোমার খাদিমের জন্য সাদাক্বাহ্ করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন: তুমিই ভালো জানো (তা কিসে ব্যয় করবে)। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬৯১, হাসান)*

তাহলে আপনার উপার্জন থেকে আগে আপনার নিজের মৌলিক প্রয়োজন মিটাবেন তারপর স্ত্রীর তারপর সন্তানের এর পরে অতিরিক্ত থাকলে আপনার নতুন জামা কাপড় কিনতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ। তবে নিজের সুখ পূরণ করতে গিয়ে স্ত্রী সন্তানের হক্ব নষ্ট করলে পাপী হবেন।

উল্লেখ্য যে, আপনার আয়ের মধ্যে শরীয়তে এমন কোনো নির্দিষ্ট শতাংশ বা নির্দিষ্ট ভাগ নির্ধারিত নেই। যেমন- "৩০% পরিবার, ৭০% নিজের" মূল হচ্ছে, তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা।

জিজ্ঞাসা (২৪): ***আমাদের ২ বছরের সংসার। আমি স্ত্রীকে ত্বালাক্বের অধিকার দিয়েছি কাবিনামাতে (তবে সেটা আমাকে না জানিয়ে স্বাক্ষর করার আগে বা পূর্বে পরিবারের সদস্য ও হুজুর কর্তৃক ত্বালাক্ব সম্মতি লিখা হয়েছে)। আর স্ত্রীর একটা মানসিক সমস্যা হলো যখন তার রাগ হয় তখন কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আমার স্ত্রী রাগের মাথায় WhatsApp-এ লিখে বলেছে ১ ত্বালাক্ব, ২ ত্বালাক্ব, ৩ ত্বালাক্ব। এখন স্ত্রী বলছে রাগের মাথায় বলেছে, এখন সে ক্ষমা চাইছে। এমতাবস্থায় আমার সাথে স্ত্রী পুনরায় ঘর সংসার করতে পারবে?*** *মো. শারফুদ্দিন, ফুলগাজী, ফেনী।*

জবাব: সংসার করতে পারবে ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা আপনি আপনার স্ত্রীকে যে অধিকার দিয়েছেন কাবিনের মাধ্যমে (চাই সে অধিকার আপনি জেনে দিন আর না জেনে দিন, স্বাক্ষর করার মাধ্যমে অধিকার প্রদান সাব্যস্ত হবে) তাকে শরিয়তের পরিভাষায় ত্বালাক্বে তাফবীজ বলে। যা সকল আলেমের ঐক্যমতে কার্যকর হবে। তবে তা বিশুদ্ধ মতে ত্বালাক্বে রজঈ (তথা এমন ত্বালাক্ব যার পরে ফিরিয়ে আনা যায়) সাব্যস্ত হবে। *(সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ৩/৩১৬)*

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এক সাথে ৩ ত্বালাক্ব দিলে এক ত্বালাক্ব কার্যকর হবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫৩৬)*

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, শুধু ত্বালাক্ব শব্দ লিখে পাঠালেই ত্বালাক্ব হবে না। যদি তালাকের নিয়ত করে লিখে পাঠায় তাহলে ত্বালাক্ব কার্যকর হবে।

আরেকটি বিষয়, আপনার স্ত্রী যখন রাগ করে তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না এ অবস্থায় ত্বালাক্ব শব্দ লিখে পাঠালে তা কার্যকর হবে না। আর যদি রাগ অস্বাভাবিক হয় তাহলেও ত্বালাক্ব কার্যকর হবে না।

সর্বোপরি, ত্বালাক্ব কার্যকর হলেও তা এক ত্বালাক্ব কার্যকর হবে তাই আপনি এখনো সংসার করতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (২৫): ***আমি একজন মুসলমান এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে এবং Youtube থেকে টাকা আয়ের জন্য কিছু ভিডিও তৈরি করতে চাই, যেগুলোতে আমি AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রযুক্তি ব্যবহার করবো। ভিডিওগুলোতে কোনো হারাম কনটেন্ট থাকবে না, যেমন- গান, অশ্লীলতা, নারীদের ছবি, মিথ্যা তথ্য ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে AI ব্যবহার করে ভিডিও বানানো এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে তা প্রচার করা কি হালাল হবে? এতে কি কোনো গুনাহ বা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে? দয়া করে কুরআন-হাদীস ও ফিকহের আলোকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।*** *আবু বক্কর তামিম, জয়দেবপুর, গাজীপুর।*

জবাব: AI ব্যবহার করে ভিডিও বানানো এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে তা প্রচার করা হালাল হবে ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা শরিয়তের মূলনীতি হচ্ছে, প্রত্যেক কাজ হালাল যতক্ষণ না হারামের দলিল পাওয়া যাবে। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৯)*

তবে ইউটিউব বা ফেসবুক বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে আয় যদি এ্যাড থেকে হয়, যে এ্যাডে হালাল-হারাম উভয়টি আছে তাহলে আপনার উপার্জন সন্দেহ যুক্ত হবে, হালাল-হারাম মিশ্রণের কারণে। সন্দেহ যুক্ত উপার্জন থেকে ইসলাম বিরত থাকতে বলেছে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০৫১)*

আর যদি কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তির সাথে কন্ট্রাক্ট করে বৈধ এ্যাড ভিডিওর মাঝে যুক্ত করে উপার্জন করেন তাহলে তা বৈধ হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (২৬): ***আগে থেকে কোনো নিয়ত ছিল না হঠাৎ ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় আসে আর বলে আল্লাহর কসম! তুই ত্বালাক্ব, বলার একটু পরই ভয় পেয়ে যায়। এতে কি ত্বালাক্ব হবে?*** *মো. মায়িন, যশোর।*

জবাব: রাগ যদি স্বাভাবিক থাকে তথা কি বলেছে মনে আছে তাহলে ত্বালাক্ব কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা ত্বালাক্বের জন্য আগে থেকে নিয়ত থাকা শর্ত না, এমনকি ত্বালাক্ব শব্দ উচ্চারণ করলে নিয়ত না থাকলেও তা কার্যকর হবে। পরক্ষণে ভয় পাওয়ার কারণে ত্বালাক্ব কার্যকর হতে কোনো বাঁধা নেই। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২১৯৪, হাসান)*

জিজ্ঞাসা (২৭): ***আমার সব সার্টিফিকেটে যে বয়স দেয়া তা ভুল। আমি ৯৪-তে জন্ম, দিয়েছি ৯৬। আমার আম্মা টেকনাফের। কিন্তু আব্বু আগরাবাদ, চট্টগ্রামের। আম্মার কাগজে জন্মস্থান কক্সবাজার দেয়া, না দিলে খারিজ করে দিবে। আমার প্রশ্ন– আমি জব ইন্টারভিউতে গেলে আমার***

এই বিষয়গুলো কি বলে দিতে হবে? না হলে কি ইনকাম হারাম হয়ে যাবে? *মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।*

জবাব: না, এগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা চাকুরিতে আপনার ঠিকানা মূখ্য না; বরং আপনার যোগ্যতা দক্ষতাই মূল তাই তা উল্লেখ করা আবশ্যক না। তবে যদি তারা বয়স, জন্মতারিখ, জন্মস্থান জিজ্ঞেস করে, তখন মিথ্যা বলা যাবে না।

আপনার সার্টিফিকেটে বয়স ভুল: এটার দু'টি অবস্থা। যথা- **১.** আপনি জানেন এটা ভুল, তখন ইচ্ছাকৃতভাবে সেই ভুল তথ্য দিয়ে সুবিধা নেওয়া সঠিক হবে না। নবী (ﷺ) বলেন: "যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১০২)* **২.** কিন্তু এটা সংশোধন করা কঠিন বা আইনগতভাবে জটিল, তখন আপনি সরকারি ডকুমেন্ট অনুযায়ী উত্তর দিতে পারেন। আর এটার জন্য তাওবাহ্ করবেন। আপনার সক্ষমতার বাইরের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাকড়াও করবেন না। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)*

আপনার পেশা বৈধ হলে উপার্জন হালাল হবে। উপরোক্ত কারণে উপার্জন হারাম হবে না ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (২৮): ***সতর আলগা হলে ওযূ নষ্ট হয় কি?*** *মো. নাহিদ, বাগেরহাট।*

জবাব: সতর প্রকাশ পেলে ওযূ নষ্ট হবে না। কেননা ওযূ ভঙ্গের কারণের মধ্যে এটা নেই। *(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ৯৩৬৮)*

জিজ্ঞাসা (২৯): ***কুকুর পালন করা যাবে কি?*** *মো. রাকিব শেরপুর।*

জবাব: না, বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করা নিষেধ। কেউ বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করলে প্রতিদিন তার নেকি থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নেকি কর্তন করা হবে।

রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে যা ক্ষেত ও গবাদি পশুর হিফাযতের কাজে লাগে না, প্রতিদিন তার নেক 'আমল হতে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকে। আমি বললাম, আপনি কি এটা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ মসজিদের প্রতিপালকের কসম (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৩২৩)*

জিজ্ঞাসা (৩০): ***আমি আড়াই বছর যাবত ব্রাজিলে আছি। আমি এইখানে কাপড়ের ব্যবসা করি। এই দেশের মানুষের রুচি হিসেবে পুরুষের কাপড়ের পাশাপাশি মেয়েদের আনেক ধরনের ছোট ছোট কাপড় বেচতে হয়। ইসলামে এইটা কি জায়িয?*** *মো. নাজিম, ব্রাজিল।*

জবাব: সম্মানিত ভাই! কাফির মুশরিকদের দেশে উপার্জন বা বসবাসের নিয়তে যাওয়া হারাম। তাই আপনার প্রতি প্রথম উপদেশ, সে দেশ ছেড়ে ইসলামী কোনো দেশে বসবাস করুন।

কাফিরদের দেশে মুসলিমের বসবাস সম্পর্কে আলেমগণ ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, মূলত সেখানে বসবাস করা জায়িয নয়। এর কারণসমূহ হলো–

১. নবী (ﷺ)-এর হাদীসসমূহে কাফিরদের দেশে বসবাস করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'যে মুসলিম মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত (সম্পর্কমুক্ত)।' *(আবূ দাউদ- হা. ২৬৪৫; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৬০৪; আলবানী 'ইরওয়াউল গালীল'-এ সহীহ বলেছেন)*

৩. আবূ নুখাইলা আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জারির ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি নবী (ﷺ)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি বাইআত নিচ্ছিলেন। আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত প্রসারিত করুন, যেন আমি আপনার কাছে বাইআত করি এবং আমার ওপর শর্ত আরোপ করুন, আপনি তো অধিক জ্ঞানী।' তিনি বললেন: 'আমি তোমার থেকে এই শর্তে বাইআত গ্রহণ করছি, তুমি মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মুসলিমদের কল্যাণকামী হবে (নসীহত করবে) এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক থাকবে'।" *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪১৭৭; আলবানী "সহীহাহ্"-এ সহীহ বলেছেন)*

৪. এই যুগে কাফিরদের দেশগুলোতে অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা এতে নানা রকম নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। এমনকি এসব বিষয় তাদের সমাজে স্বাভাবিক রীতি ও প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। কেউ যদি এসবের প্রতিবাদ করে, তারা তাকে নিন্দা করে।

সুতরাং এ ধরনের দেশে যদি কোনো মুসলিম বসবাসের জন্য যায়, তবে সে নিজেকে ফিতনা ও অশ্লীলতার মুখে নিক্ষেপ করল।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামে হারামের সহযোগী সকল প্রকার লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। তাই মেয়েদের এমন পোশাক বিক্রি করা যাবে না যা মেয়েদের জন্য পরিধান করা হারাম। তাই আপনার জন্য সেরকম পোশাক বিক্রি করা হারাম হবে। *(সূরা আল-মায়িদাহ: ২)*

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি:

ত্যাগ, আনুগত্য ও ঈমানের চিরন্তন প্রতীক ঐতিহাসিক মীনা প্রান্তর

আবু ফাইয়ায জি. রহমান

পবিত্র মীনা প্রান্তর! ইসলামের ইতিহাসে এক মহিমান্বিত ও তাৎপর্যপূর্ণ স্থান। এটি শুধু একটি ভৌগোলিক উপত্যকা নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর ঈমান, আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও মহান আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের এক জীবন্ত স্মারক। পবিত্র মক্কা নগরী থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এই প্রান্তর যুগ যুগ ধরে হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত মিনাকে "তাঁবুর নগরী" বলা হয়। কারণ হজ্জের মৌসুমে এখানে লক্ষ লক্ষ হাজির অস্থায়ী আবাসনের জন্য সুবিশাল তাঁবুর নগর গড়ে ওঠে।

মীনার ইতিহাস মূলত জড়িয়ে আছে মহান আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর অতুলনীয় আত্মত্যাগের ঘটনার সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দেন। একজন পিতার জন্য সন্তানের প্রতি ভালোবাসা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গভীর অনুভূতি। কিন্তু মহান আল্লাহর নির্দেশের সামনে তিনি নিজের আবেগ, অনুভূতি ও মমতাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন।

অন্যদিকে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-ও ছিলেন আনুগত্য ও ধৈর্যের উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি পিতাকে বলেছিলেন, "আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন; ইন্ শা-আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" এই ঘটনায় পিতা-পুত্র উভয়েই মহান আল্লাহর প্রতি যে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও ঈমানের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা মানবজাতির ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এই আন্তরিকতা কবুল করেন এবং ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানীর ব্যবস্থা করেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি আজও ঈদুল আযহার কুরবানীর মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলিমদের হৃদয়ে পুনর্জাগরিত ও অনুরণিত হয়।

মীনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– এখানেই অবস্থিত জামারাহ- যেখানে হাজিরা শয়তানকে প্রতীকী পাথর নিক্ষেপ করেন। ইসলামী বর্ণনা অনুযায়ী, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ় ঈমান নিয়ে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই স্মৃতিকে ধারণ করেই হজ্জযাত্রীরা জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করেন। এটি মূলত মানুষের অন্তরের লোভ, অহংকার, প্রবৃত্তি ও শয়তানী প্ররোচনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক।

হজ্জের দিনগুলোতে মীনায় অবস্থান করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। হাজিগণ এখানে অবস্থান করে সালাত, যিক্‌র, দু'আ ও 'ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদের আত্মিক পরিশুদ্ধির চেষ্টা করেন। বিশ্বজুড়ে ভিন্ন ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতির মুসলিমরা একই পোশাকে, একই স্থানে একত্রিত হয়ে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের এক অপূর্ব দৃশ্য উপস্থাপন করেন।

বর্তমান যুগে মিনার অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আধুনিক তাঁবু, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা মিনাকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্থায়ী মানবসমাবেশের স্থানে পরিণত করেছে। তবুও মীনার প্রকৃত সৌন্দর্য তার বাহ্যিক অবকাঠামোতে নয়; বরং তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে নিহিত।

মীনা মুসলিম উম্মাহকে শিক্ষা দেয়- প্রকৃত ঈমান কেবল মুখের উচ্চারণ নয়; বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রিয়তম বিষয়ও ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকার নামই হলো প্রকৃত আনুগত্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া, অন্যায় ও শয়তানী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং ধৈর্য ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শিক্ষাই মীনা আমাদের সামনে তুলে ধরে।

তাই মীনা কেবল ইতিহাসের একটি স্মৃতিবিজড়িত স্থান নয়; এটি মুসলিম জাতির আত্মশুদ্ধি, আত্মত্যাগ ও ঈমানী চেতনার এক চিরন্তন প্রতীক। যুগে যুগে এই পবিত্র প্রান্তর মানবতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে- ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যই মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার পথ।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত